মৃত্যুর পর বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রী জীবিত ছিলেন এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক একশত টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। যে নবাব খাঁজেহান



মতিঝিলে খাঁজেহান খাঁর সমাধি

খাঁর নাম পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার নবাবিয়ানার জন্য আজিও লোকমুখে প্রবচনের মত চলিয়া আসিতেছে, তাঁহার স্মৃতির শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার সমাধি মন্দিরটি এই শত বৎসরের মধ্যেই নির্জ্জন প্রান্তরের লতাগুল্মের ভিতরে থাকিয়া প্রকৃতির সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্রমে লয়ের পথে চলিয়াছে। (২)

(২) শম্ভূচন্দ্র দে বি-এ, বি-এল্ মহাশয় প্রণীত Hooghly Past and Present নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

সেকালের বাঙ্গলা সাময়িকে রস-রচনা

সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেকালের ব্যঙ্গ, কৌতুক, রহস্যাদির যে প্রকাশ ছিল, তাহার আলোচনা বা সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাময়িকের উষাকালে উহা কিরূপ ছিল, আজ



দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতে পারেন নাই—বসন্তক

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যাহ্নে নব্য বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাহার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখানই আমার উদ্দেশ্য। মাত্র এই পঞ্চাশ বৎসরে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর রস রঙ্গের ধারার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা উপভোগ্য।

কৌতুক-কণা

একদিন গরাণহাটায় এক খোলার ঘরে একজন পাদরি, মুটে মজুর ও সামান্য লোকদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন "সময় বহুমূল্য।" তৎশ্রবণে একজন বৃদ্ধ শাখারি বলিল "হাঁ, সময় বহুমূল্য হলে আমার ৭২ বৎসরের দামে আমি রাজা হয়ে যেতুম।"



আমাদের গৌর মুদী সবে বাটীর দ্বারটি খুলিয়া কি দেখিলেন !—বসন্তক

কোন সুকবিকে একজন ধনাঢ্য লিখেন, "আমি একখানি কাব্য প্রকাশে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি একখানি নাটক রচনা করিলে আমিও তাহাতে দুই চারি-পংক্তি দিব এবং নাট্যালয়ে আমার নিজ ব্যয়ে

যথেষ্ট সমারোহের সহিত উহার অভিনয় করাইয়া উভয়েই যশোলাভ করিব।” কবি ইহার উত্তরে লিখেন, “মহাশয়, আপনার প্রলোভনে আমি ভুলিতে পারি না। যেহেতু অশ্বকে গর্দ্দভের সহিত যোজন ধর্ম্মসিদ্ধ নহে।”



বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ইণ্ডিয়ান লিগ

ছি-ছি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে হয়।—বসন্তক

ধনাঢ্য ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিলেন, “তোমার সাহঙ্কার পত্র আমি পাইয়াছি; কিন্তু কি সাহসে তুমি আমাকে অশ্ব বলিয়াছ?”

রহস্য সন্দর্ভ—৭২ খণ্ড, সন ১২৭৯

সংবাদপত্রে "আমাদের কর্ম্মালয়ে লৌহ খাট ও বিছানা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে" ইতি বিজ্ঞাপন দর্শনে কোন ব্যক্তি বলিলেন, "লৌহ চাদর-ত আছে, গদি কৈ তো শুনি নাই ?"



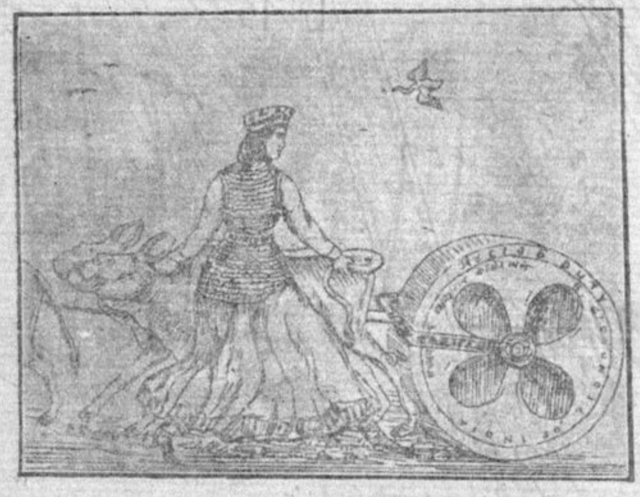
উলা Railway শান্তিপুর

শান্তিপুর ভাষে, এস মম পাশে ; দিব মনোমত শাড়ী।
উলা বলে যত, শস্ত নানামত, দিব পুরে পুরে গাড়ী॥

আমাদিগের নাটকাভিনয়—কোন অভিনয় মন্দিরে আমরা একজন সম্ভ্রান্ত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় কোন্ ব্যক্তির অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "চোপ্তাধারকের, কারণ সকলের অপেক্ষা তাহাকে অল্প দেখিয়াছি কিন্তু অধিক শুনিয়াছি।"

রহস্য-সন্দর্ভ—৬৮ খণ্ড, সন ১২৭৯

কোন এক সুকবি পথে চলিতেছিলেন এমন সময় ভোলানাথ নামক একজন পথিক অপর এক পথিকের সম্মুখে পড়াতে সে তাহাকে বলিল,



ভারতবর্ষ সমভূমি করিবার জন্য নূতন মেকেষ্টর "রোলার"—বসন্তক

"তুই তো বড় বেল্লিক।" তৎশ্রবণে কবির দিকে ফিরিয়া ভোলানাথ বলিল, "মহাশয় দেখলেন বেল্লিক ব্যাটা আমায় বেল্লিক বল্লে।" কবি কহিলেন, "বাপু তুমি ওকে কি বলিলে?" তাহাতে ভোলানাথ ক্ষুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি ওকে বেল্লিক বল্লুম।" এতৎশ্রবণে কবি কহিলেন, "বাপু তোমরা উভয়েই সত্য বলিয়াছ।"

রহস্য-সন্দর্ভ—৬৭ খণ্ড, সন ১২৭৮

ভণ্ডামি—কোন পণ্ডিত এক ভণ্ডকে কহিলেন, "হে ভদ্র, চিরকাল ভণ্ডতাই করিবে? কিছু জপতপ কর, যাহাতে পরকালে নরক-যন্ত্রণার নিষ্কৃতি পাইবে।" ভণ্ড কহিল, "ভাই সেও এক প্রকার ভণ্ডামি।"

অবোধ প্রহরী—কোন লোক মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথ-পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, ইত্যবসরে রাজপ্রহরী আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করত কহিল, "ওরে মত্ত, চল্, তোকে কারাগারে যাইতে হইবেক।"

মত্ত উত্তর দিল, "হে নির্ব্বোধ, যদি আমার চলচ্ছক্তিই থাকিত, তবে আমি আপন ঘরে যাইতাম, পদব্রজে তোমার সহিত কি প্রকারে যাইব ?"

উদ্বাহের অভিনয়

কোন চিত্রাগারে নানাবিধ অপর ছবির মধ্যে তিনখানি ছবি এক স্থানে ছিল। তাহার একখানিতে এক ব্যক্তি আপন শিরঃ জানুদ্বয়োপরি স্থাপন করত অতিশয় চিন্তান্বিত আছে।

দ্বিতীয় ছবিতে এক ব্যক্তি অতিশয় শোকাকুল হইয়া আপন কেশ উৎপাটন ও বক্ষে করাঘাত করিতেছে।

তৃতীয় ছবিতে এক ব্যক্তি অতি আহ্লাদে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছে।

কোন দর্শক তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জনৈক পণ্ডিত সন্নিধানে প্রশ্ন করিল, "এই তিন প্রকার ছবির একত্র থাকার কারণ কি ?" বিচক্ষণ কহিলেন, "ইহার কারণ শ্রবণ কর।

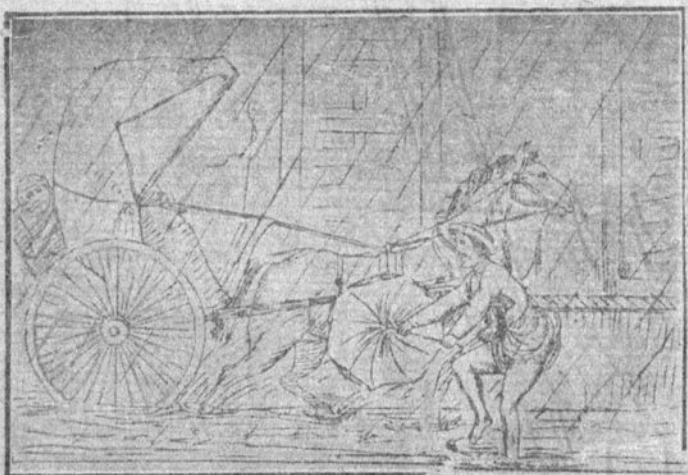
"প্রথম ব্যক্তি মনে মনে বিবেচনা করিতেছে যে বিবাহ করিয়া সংসার করিবেক কি না।

"দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবাহ করতঃ সংসারে আবদ্ধ হইয়া শোক করিতেছে যে হায়! কেন এ দুষ্কর্ম্ম করত নানা দায়ে বিব্রত হইয়া আপন পদে শৃঙ্খল দিলাম।

"তৃতীয় ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়োগ হওয়ায় সে সংসার যাতনা হইতে আপনাকে মুক্ত মানিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে!"

রাজমুখ দর্শনের ফল

একদা প্রাতে কোন রাজা মৃগয়ার্থে যাত্রা করণ সময়ে কদাকার ও অঙ্গহীন এক ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিলেন "এটা বড় অকুশল দর্শন হইল।



ড্রেনেজ হাওয়াতে ছাতার নূতন ব্যবহার—বসন্তক

অদ্য মৃগয়ায় প্রতুল হইবেক না। অতএব এ ব্যক্তিকে বিহিত শাস্তি দিয়া কারারুদ্ধ কর।" পরে মৃগয়ায় যাইয়া মনোভিলষিত মৃগাদি প্রাপ্ত হওনানন্তর বাটী আসিয়া মনে করিলেন আমার মৃগয়ায় সুফল হইয়াছে; এক্ষণে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেওয়াই বিধেয়। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে সম্মুখে আনাইয়া রাজপ্রসাদ প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মনুষ্য, আমার মৃগয়ায় সুফল হইয়াছে, অতএব অধুনা তুমি আপন ঘরে যাও।" কদাকার পুরুষ কহিল, "মহারাজ আপনার আজ্ঞাই বলবতী; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অদ্য

প্রাতে আপনি এই দুর্ভাগ্য অকিঞ্চনের মুখদৃষ্টি করাতে পরম সুখ উপলব্ধ হইলেন, কিন্তু আমি অদ্য প্রাতে মহারাজের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া সমস্ত দিবস অনাহারে কারাগার সম্ভোগ করিলাম।"

বিবিধার্থ-সংগ্রহ—শকাব্দ ১৭৭৪, ফাল্গুন

কার্ত্তিক পূজা

কর্ত্তা ও গৃহিণী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার বালিকা পৌত্রী দ্রুতবেগে গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পিতামহের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। পিতামহ সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বক্ষে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি দিদি, কি মনে কোরে?"

পৌত্রী সৌৎসুক্যাস্তে কহিল—"দাদা মশাই! আমি কার্ত্তিক পূজো কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া পৌত্রীর গাল টিপিয়া কহিলেন,—"কেন, কার্ত্তিক পূজো করিতে সাধ গেল কেন? এর পর যদি আবশ্যক হয় তো কোরো।"

গৃহিণী কহিলেন,—"যা বালাই যাঃ, কার্ত্তিক পূজোর সাধ আর কোত্তে হবে না।"

পৌত্রী কহিল,—"বাঃ! দিদি পূজো কোর্ব্বে, আর আমি বুঝি কোর্ব্বো না।"

দাদা মহাশয় কহিলেন,—"তোমার দিদির ছেলে হয় নাই; তাই ছেলে হবার জন্য পূজো কোর্ব্বে।"

পৌত্রী আগ্রহের সহিত কহিল—"আমারও তো ছেলে হয় নাই, আমিও তবে কোর্ব্বো।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"দূর পাগ্‌লী, তোর খরচা দেয় কে, তোর বর কোথায়?"

পৌত্রীর মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইল, নাকীসুরে কহিল, "তবে আমার বিয়ে দাওনি কেন ?"

দাদা—"রোস, আগে একটি বর খুঁজি, তবে ত বিয়ে দেব।"



কার্ত্তিক পূজা

পৌত্রী—"বাঃ! তা হবে কেন, রোজ সকাল বেলা যে আমার বর হও, আজ কাত্তিক পূজো কত্তে দিতে হবে বোলে বুঝি বর খুঁজতে যেতে হবে। না, আমাকে একটি কার্ত্তিক এনে দিতেই হবে।"

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—"এইবার, বড় যে বর হোতে যাও? (পৌত্রীর প্রতি) বেশ বোলেছিস, ছাড়িসনে, নিদেন খরচাটা নিস।"

দাদা হাসিয়া কহিলেন,—"খরচা দেবার ভয় কি, তোমার মতন কোনে পেলে আমি অমন সাতটার খরচা দিতে পারি। তবে কথাটা কি জান;

এত কার্ত্তিক কোথায় পাব, কার্ত্তিক একটি বৈ ত নাই। তাতে একটু প্রবীণ হয়েছে; কজনের মন রাখবে।"

পৌত্রী—"বাঃ! কার্ত্তিক বুঝি একটি, আর জোড়া কার্ত্তিক কি?"

দাদা—"তা হোলেও ত বোন হয় না, একটি তোমার দিদি পূজো করবেন, আর একটি কার্ত্তিক যদিও একটু বুড়োহুড়ো, তোমার ঠাকরুণদিদি একচেটে কোরে রেখেছেন।"

পৌত্রী—"তা হোক্‌গে, বুড়োহুড়ো, আমি তবুও পূজো কোর্ব্ব।"

দাদা—"তবে তোমার ঠাকুরুণদিদিকে জিজ্ঞাসা কর, কিন্তু বাবু কড়াই-ভাজা খেতে দিও না, আর যদি আট ভাজা দাও তা হলে, তার আগে একটা হামানদিস্তা দিও।"

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে খেড়ে কার্ত্তিকের পূজা-পদ্ধতি-দ্রব্যাদি-নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বসন্তক—২য় পর্ব্ব, ষষ্ঠ সংখ্যা

ভাট

পূর্ব্বকালে ভাট চারণ বন্দী প্রভৃতি এদেশস্থ রাজা রাজড়াদিগের পূর্ব্বপুরুষের কুলজী, গুণ-কীর্ত্তন ও ইতিবৃত্ত লিখিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া লোকরঞ্জন ও স্বীয় ভরণপোষণ দুই কার্য্যই সমাধা করিত। এক্ষণে ইংরাজী কেতার আবির্ভাবে তাহা প্রায় এক প্রকার লোপ হইয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। বোম্বাইয়ের লোকেরা পূর্ব্বকালীন ইতিবৃত্ত রাখিবার এই সময় স্থির করিয়া একটি সভা স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করিতেছেন। অস্মদ্দেশস্থ সংবাদপত্র লেখকেরা অস্মদ্দেশস্থ ভাটের কবিতাচয় সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। কারণ এক্ষণকার ভাটদের মৃত্যু হইলে

সমস্ত লুপ্ত হইয়া যাইবেক। কিন্তু আমরা ইহাতে একবিন্দুও ভাবনা করি না, ভাটেরা যে শেষ হইতেছে তাহা আমরা এক দিনের জন্যও মানি না ও গ্রাহ্য করি না। আমি বসন্তক কি? কেবল বেশ পরিবর্ত্তন বৈত নয়। সময় গুণে সমস্ত দ্রব্যেরই বিভিন্নতা জন্মে, এক্ষণে ভাটদের কার্য্যও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যথা—

"ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস" শোভাবাজারের রাজাদের ভাট, ইহাতে তাঁহাদেরি গুণকীর্ত্তন হয়।

"হিন্দুপেট্রিয়ট" ঠাকুর গোষ্ঠীর ভাটবাদ গ্রহণ করিয়া সাত শিরোপা পাইতেছেন।

"নসিরাম পেপার" নত ব্রাহ্মদের ভাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দিনযাপন করিতেছেন।

'মিরর' ও 'সুলভ পত্রিকা' উন্নত ব্রাহ্মদের ভাট। সেন বংশের গুণকীর্ত্তক।

'এজুকেসন গেজেট' ডাইরেকটর অফ্ পবলিক ইনষ্ট্রকশনের ভাট।

'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের ভাট।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের ভাট।

আর 'বসন্তক' স্বয়ং আপনারই ভাট, ভাঁড়, চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি !!!

সুতরাং ভাটের যে লোপাপত্তি হইতেছে, ইহা অজ্ঞ লোকের কথা।

বসন্তক—২য় পর্ব্ব, দশম সংখ্যা

বিজ্ঞাপন অর্থাৎ নোটীস

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে নমোবিষ্ণু, সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে তাঁহাদের লাঘবমানের হয়, সুতরাং পাঠকবৃন্দকে কেবল দেওয়া

যাইতেছে। সমস্ত পাঠকবৃন্দকে নহে, কারণ তাহা হইলে যাঁহারা এ বৎসরের মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা রাগ করিতে পারেন। সুতরাং যে সকল পত্র-গ্রাহক পত্র গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি মূল্যপ্রদান করেন নাই, অর্থাৎ দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাঁহারা মূল্য প্রদান করিয়া আপনাদের স্মরণ শক্তির গুরুতা গুণের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বিশেষতঃ মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতাবৎকাল ঘরের কড়ি দিয়া বনের মোষ চরাইয়াছি। আমরা ভরসা করি এবং বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমাদিগকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাতে আর হবে না। অধিক বলা বাহুল্য; ইতি তারিখ দিবার আবশ্যক নাই, যিনি যবে পাঠ করিবেন, সেই তারিখ।

বসন্তক—২য় পর্ব্ব, দশম সংখ্যা

বাজীমাৎ

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়॥
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গলার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবদল, বিদ্যাসাগর কোথা।
মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুয্যের বেটা বলিহারি যাই।
পাস্তাদরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই॥

ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস একবার দেখ চেয়ে।
বকুলতলায় পথের ধারে কতশত মেয়ে॥
কালো, ফিকে, গৌর, সোনা—হাতে গুয়া পান।
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥



শ্রীযুক্তা মহারাণী যমুনা বাইকে হীরকবলয় উপহার দেওয়া হইতেছে—বসন্তক

আসবে রাজা, রাজ পারিষদ, লাটসাহেবের মেয়ে।
মারবেল মারা গিল্টি হ'লে, একবার দেখ চেয়ে॥
বেলগেছেতে থানা দিয়ে খেটে হলে খুন্।
বিষ্ণুপুরে মিন্‌সের দেখ বোড়ে টেপার গুণ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল কাটালে পুথি ঘেঁটে ঘেঁটে।
আইন খেতাব পেস্কারিতে মনটা গেল ঘেটে॥

ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টাদরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস্, আই॥"
হেদে ও সহরবাসি আর কি হাসি হাসবি রেড়ো ব'লে।
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব।
নাড়ী টেপা ফেয়ার সাহেব, বারটেল নায়েব॥
আর কেন লো ঘোম্টা খোল কবির কথা রাখো।
লাইট পেয়ে রাইট্ হয়ে পার হওলো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি।
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কব্জা তুলে দেখবে বাজু দেখবে কাণের দুল।
দেখবে কণ্ঠি কণ্ঠহার পিঠের ঝাপা ফুল॥
আয় এয়োগণ কর্‌বি বরণ প'রে চরণ চাপ।
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ॥
এগিয়ে এসো বুড় ঠাক্‌রুণ সাতপোয়াতির মা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না॥
সোণার থালে হীরার মালা তাতে ঢাকাই ধুতি।
নজর দিয়ে দেখাও খুলে বউ বিয়লো পুতি॥
বাহবা বুক বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে।
রাজ পূজাটি কল্লে ভাল ফুলের মালা নিয়ে॥
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বামুনের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে॥
এখন দাঁড়াও স'রে বুড় দিদি হাসিল হলো কাজ।
দেখবো আমি ভাল ক'রে আর এয়োদের সাজ॥

আয়না লো সব একে একে গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন॥
ভয় কোরোনা একলা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলের আবডালেতে উঁকি মারবো ভাই॥



বর বরণ না কোনে বরণ

লালমুখো মাঙ্গাটা বরের মত যেন।
ওর দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন॥
—আধুনিক ভারতচন্দ্র

আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হ'তে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে॥

বল্‌তে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড়।
ঘেন্নো আসি রাজকুমারে ভাঙ্গলো কবির ঘাড় ॥
হীরার ঝলস্ সোণার কলস্ হাতঝুম্‌কার বোল্।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি শাঁকের গণ্ডগোল ॥
বারাণসীর খস্‌খসানি উঠলো মহা ধুমে।
মারবেলেতে মলের টমক্ বাজলো রুমে রুমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিন্দুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙ্গলার বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী কুল-কামিনী হইল স্বাধীন ॥

প্রিন্স অব্ ওয়েলসের আগমন সময় রিসেপসন কমিটির বর্ণনা।

হিন্দু।

ব্রাহ্মণ, ঠাকুর গোষ্ঠী।
কায়স্থ, শোভাবাজারের দেবেরা।
নবশাখ ও তেলি তাম্বুলি ইত্যাদি বাবু কৃষ্ণদাস প্লাল।

মুসলমান।

আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর আর একজন ঢাকাই মুসলমান।

পাড়াগেঁয়ে জমীদার।

রাজা প্রমথনাথ।

বৃদ্ধ।

রাজা রামনাথ ঠাকুর।

অর্দ্ধ বৃদ্ধ।

বাবু দিগম্বর মিত্র ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র।

নব্য সম্প্রদায়।

রাজা যতীন্দ্রমোহন বাহাদুর।

বালক।

পাইকপাড়ার কুমারেরা।

কানা।

সেখ আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর।

কালা।

বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল।

কমিটি দেখিয়া কাহার না ভক্তি জন্মে। মাছিটি অবধি এড়ায় নাই।

ভারতে পোর্ত্তুগীজ স্মৃতি

পোর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য জাতিরা এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কেবল এদেশ হইতে নিজ দেশে অর্থ ও পণ্য লইয়া গিয়া নিজ দেশকে সমৃদ্ধ করা। কিন্তু লইতে আসিলেও তাঁহারা আমাদের দিয়াছেনও অনেক কিছু; তন্মধ্যে পোর্ত্তুগীজদের দানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা কবে হুগলী তথা বাঙ্গালা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের ভাষা, পোষাক, পরিচ্ছদ, রীতি, তাঁহাদের গির্জ্জা, এমনকি তাঁহাদের রক্ত পর্য্যন্ত এদেশে রহিয়া গিয়াছে।

পোর্ত্তুগীজরা এখানে যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের ভাষাগত শব্দ এবং তাঁহাদের আনীত বৈদেশিক বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারই প্রধান। যে যে দেশ হইতে উহা আসিয়াছে, উহাদের নাম সেই দেশের ভাষা বা কথা হইলেও, পোর্ত্তুগীজদের দ্বারাই সে সব নাম এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহাদের এদেশে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের ভাষা অনেকাংশে স্থানীয় ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল; এমনকি, পোর্ত্তুগীজ-শক্তি এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার বহুদিন পর পর্য্যন্তও তাঁহাদের ভাষা অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতিদের সাধারণ কথোপকথনের ভাষার মধ্যেই ছিল। তাঁহাদের ভাষার অনেক কথা শুধু বাঙ্গালা নয়, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, আসামি, এমনকি ইংরাজি ও এসিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের ভাষা মধ্যেও স্থান পাইয়াছে।

পোর্ত্তুগীজদের প্রভাবে এদেশে অনেক ভৌগোলিক নামও প্রচলিত

হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ইয়োরোপীয় জাতিগণ সে সকল নাম ব্যবহার করিলেও, এখন বাখরগঞ্জের ডম্‌নাণিক্ দ্বীপ, চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বন্দর, ঢাকার ফিরিঙ্গি বাজার, হুগলীতে ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কতিপয় স্থান ভিন্ন তাহা আর অন্যত্র তেমন প্রচলিত নাই। বর্ত্তমান স্থাপত্য-শিল্প মধ্যেও যে পোর্ত্তুগীজ প্রভাব রহিয়া গিয়াছে, ইহা ভারতের বহু স্থানে তাঁহাদের নির্ম্মিত ভজনালয় ও বাসভবনগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়।

পোর্ত্তুগীজরা বহু ভাল ভাল ফল ও ফুলের গাছ অন্যত্র হইতে আনয়ন করিয়া ভারতকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সেই সকলের এবং যে সব পোর্ত্তুগীজ শব্দ এদেশে ভাষার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত ফল ও ফুলের গাছ।

সফেদা—ইহার আদিস্থান আমেরিকা।

বাঁশকেওড়া, বিলাতী আনানস্—ইহার আদিস্থানও আমেরিকা।

হিজলি বা কাজু বাদাম—ইহা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথম আসে। চট্টগ্রাম ও ভারতের এবং লঙ্কার সমুদ্র-কূলবর্ত্তী জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

আনারস—ইহা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয়।

আতা ও নোনা—কানিংহামের মতে এই ফল দুটি এদেশের; কিন্তু ওয়াট্ এবং হব্‌সন্ বলিয়াছেন, ইহা পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা এদেশে আসে।

মাঠ কলাই বা চিনের বাদাম—আফরিকা ও আমেরিকা হইতে ইহা আনীত হয়।

শেয়ালকাঁটা।

বিলম্বি—সম্ভবতঃ মালাক্কা হইতে ভারতে আনীত হয়। ব্যাণ্ডেলের পোর্ত্তুগীজ গির্জ্জায় অনেকগুলি এই গাছ এখনও দেখা যায়।

কামরাঙ্গা।

লাল বা গাচ মরিচ, লাল লঙ্কা মরিচ—পারনামবুকো হইতে আনীত হয়।

পেঁপে।

মনসা।

কমলালেবু, নরেঙ্গি বা নারেঙ্গা—ইহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা এদেশেরই গাছ। ইহা পূর্ব্ব হইতেই যদিও ভারতে থাকে, পোর্ত্তুগীজদের দ্বারাই বিশেষরূপে এদেশের সর্ব্বত্র ইহার বিস্তার হয়।

জামরুল—ইহা মালাক্কা হইতে ভারতে আনীত হয়।

নীলও পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

রাঙ্গা আলু ও আলু (সাদা)—আফরিকা বা ব্রেজিল হইতে আসে এবং পোর্ত্তুগীজরাই সম্ভবতঃ এদেশে আনয়ন করেন।

গাবভেরেণ্ডা—কথিত আছে ইহাও পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয়।

কৃষ্ণকেলী—১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে ইহা পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয়।

তামাক—১৫১৮ অব্দে প্রথম ডেকানে আনীত হয় এবং আনুমানিক ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান জেলালুদ্দিন আকবরের রাজত্বের শেষাংশ হইতে তামাকু সেবন এদেশে আরম্ভ হয়।

পেয়ারা—আমেরিকা হইতে আনীত।

কুঁচিলা—পোর্ত্তুগীজ জেসুইট্ পাদ্রিদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়।

গাঁদা ফুল।

ভুট্টা বা জনার—ইহাও উহাদের দ্বারাই আনীত।

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে

পোর্ত্তুগীজ কথা	বাঙ্গালা কথা	পোর্ত্তুগীজ কথা	বাঙ্গালা কথা
Acabar	কাবার	Boia	বয়া
Ananas	আনারস	Chapa	ছাপ
Aia	আয়া	Cocha	কোচ
Armario	আলমারি	Cauve	কপি
Bacia	বাসন	Deus	দেব
Biscoito	বিস্কুট	Festa	ফেস্তা
Baixel	বজরা	Forma	ফর্ম্মা
Botas	বোতাম	Grade	গরাদে
Cadeira	কেদারা	Igreja	গির্জ্জা
Cafe	কাফি	Janela	জানালা
Canhao	কামান	Leilao	নিলাম
Alcatrao	আলকাতারা	Padre	পাদ্রি
Alfinete	আলপিন	Pera	পেয়ারা
Anona	নোনা	Pistola	পিস্তল
Ata	আতা	Quaresma	কর্জ্জ
Bafo	বাষ্প	Sabas	সাবান
Balde	বালতি	Tobaco	তামাক
Botelh	বোতল	Toalha	তোয়ালে
Catatua	কাকাতুয়া	Verdi	বেরদি
Camisa	কামিজ	Viola	বেয়ালা
Cha	চা	Chave	চাবি

পোর্ত্তুগীজ কথা	বাঙ্গালা কথা	পোর্ত্তুগীজ কথা	বাঙ্গালা কথা
Compaso	কম্পাস	Papaia	পেঁপে
Cristao	খৃষ্টান	Peru (Turkey)	পেরু
Fita	ফিতা	Prego	পেরেক
Funil	ফুঁদিল	Resto (Fund)	রেস্তো
Gudao	গুদাম	Saia (Gown)	সায়া
Ingles	ইংরাজ	Toca (To note down	টোকা
Lanterna	লণ্ঠন	Varanda	বারন্দা
Limao	লেবু	Ispada	ইস্পাত
Mesa	মেজ (টেবিল)	Verga	বরগা

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে আসামি ভাষায় আসিয়াছে

পর্ত্তুগীজ কথা	আসামি কথা	পোর্ত্তুগীজ কথা	আসামি কথা
Achar	আচার	Compasso	কম্পাস
Fita	ফিতা	Chave	চাবি
Pato	পাতিহাঁস		

বাঙ্গালা ভাষাতেও এ সব কয়টি কথা আছে। পাতিহাঁস পোর্ত্তুগীজ কথা হইতে আসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু সংস্কৃত হংস হইতে আসাই সম্ভব। আসামি ভাষার মধ্যে আরও বহুসংখ্যক পোর্ত্তুগীজ কথা পাওয়া যায়।

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে উড়িয়া ভাষায় আসিয়াছে

পোর্ত্তুগীজ কথা	উড়িয়া কথা	পোর্ত্তুগীজ কথা	আসামি কথা
Camara	কামরা	Sagu	সাগু
Falano	ফলনা	Mastul	মাস্তুল

পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে হিন্দুস্থানী ভাষায় আসিয়াছে

পোর্ত্তুগীজ কথা	হিন্দুস্থানী কথা	পোর্ত্তুগীজ কথা	হিন্দুস্থানী কথা
Basta (enough)	বাস্	Capitao	কাপতান্
Forma (mould)	ফর্ম্মা	Lampada	লম্প
Martelo	মার্ত্তুল্	Mestre	মিস্ত্রী
Policia	পুলিশ্	Prato (plate)	পরাত্

বোধ হয় একমাত্র 'মার্ত্তুল' কথাটি ভিন্ন অন্য সকল কথাগুলিই বঙ্গভাষীর নিকট পরিচিত। মার্ত্তুল অর্থে হাতুড়ি বুঝায়।

যে গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত তালিকা লিখিত হইল তাহাতে আরও অনেক কথা আছে। তালিকা ভারাক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। ইংরাজী ভাষার মধ্যে যেসব পর্ত্তুগীজ কথা প্রবেশলাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহারও একটি বিশদ তালিকা দেওয়া আছে। (১)

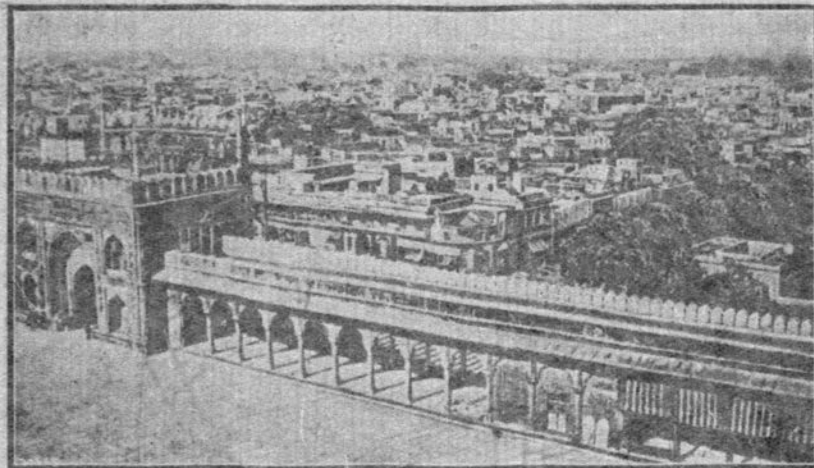
(১) History of the Portuguese in Bengal by J. J. A. Compose —অবলম্বনে লিখিত।

দিল্লীর পুরাতন স্মৃতি

পুরাতনের ইতিহাসে ভারতের যুগযুগান্তরের রাজধানী দিল্লীর স্থান যতটা অধিকৃত, এত আর ভারতের অন্য কোন নগরীর আছে কি না সন্দেহ। দিল্লী ভারতের সাম্রাজ্য-শ্মশান; এখানে যে সকল রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও অবসান হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে আর আমি কি এবং কতটুকু করিব। ইহাই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ, ইহাই রাজা পৃথ্বীরাজের দিল্লী, তোগলক সাহার তোগলকাবাদ ও সাহজাহানের সাহজাহানাবাদ। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর সবই ইহার সহিত জড়িত। সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথের রণক্ষেত্র এই দিল্লীরই অনতিদূরে অবস্থিত।

ইংরাজ রাজার আজিকার নব-নির্ম্মিত সাধের দিল্লীর পার্শ্বে সেই হিন্দু ও মুসলমানদের দিল্লীর বক্ষে এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে শ্মশান—কঙ্কালসম যে সব সমাধি, দুর্গ, মন্দির, মসজেদ ও প্রাসাদাদির চিহ্ন আজিও আগন্তুক বা ভ্রমণকারীর চক্ষুতে পড়িয়া তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত, বিষাদিত করিয়া তুলে, দিল্লীর সেই সব পুরাতনের যে ছবি আমার নয়নে পতিত হইয়াছে, দিল্লীতে তিন দিন থাকিয়া আমি যেমন পর পর দেখিয়া লিখিয়া আনিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই মহানগরীর পুরাতন স্মৃতির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিবার এখানে চেষ্টা করিব। ভ্রমণবৃত্তান্তের আকারে পুরাতনের আলোচনা সমীচীন না হইলেও আমায় আমার ইতিহাসের জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু সুবিধার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইল, সেজন্য পাঠক পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

২১২

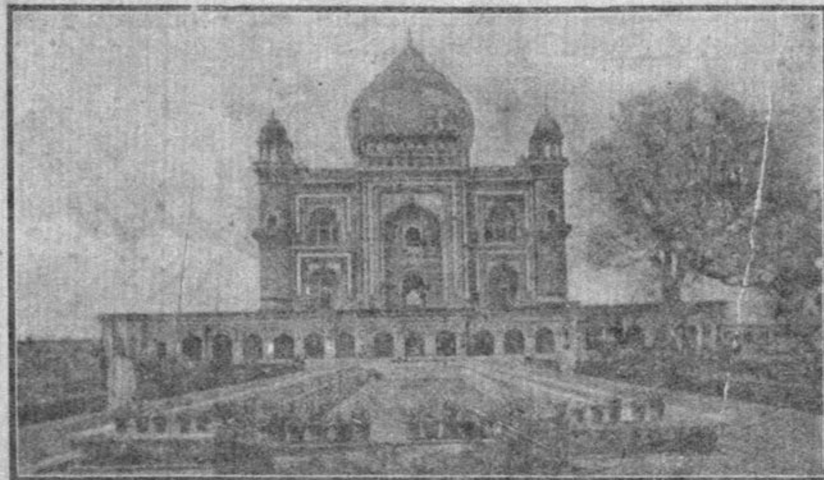


পুরাতন দিল্লী সহরের দৃশ্য

ভোরের আলো তখনও পূর্ব্ব গগনে দেখা যায় নাই, এই সময় আমি ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে দিল্লী ষ্টেশনে পৌছিলাম। পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত রেইসেনায় বন্ধুবর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় যাইবার জন্য একখানি টঙ্গা লইলাম। একটির পর একটি করিয়া অচেনা পথগুলি অতিক্রম করিতে উষালোক প্রকাশ পাইল এবং সেখানে পৌছিয়া সমস্ত একই ভাবের বাড়ীগুলির মধ্যে তাঁহার বাসার অনুসন্ধান করিতে বেশ সকাল হইয়া গেল। তাঁহার বাসায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর নিকটস্থ এম্পায়ার হিন্দু হোটেলের উপর একটি ঘর লইলাম। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা রহিল বন্ধুবরের বাসায়।

আহারাদির পর দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে একখানি টঙ্গা করিয়া দেবেনের জানিত একটি প্রবাসী কলেজের বাঙ্গালী যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহারই কথামত সর্ব্বপ্রথম কুতব দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। কুতব রেইসেনা বা নূতন দিল্লী হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

পল্লী ছাড়িয়া আমাদের গাড়ী ক্রমে জন-বিরল দীর্ঘপথে আসিয়া পড়িল। এতদিন গ্রন্থাদিতে যে পড়া ছিল দিল্লী ভারতের একটি মহা-শ্মশান, ইতিহাস পাঠেও যে কথার সার্থকতা জানা যায়, আজ ভ্রমণের জন্য দিল্লীতে প্রথম পথে বাহির হইয়া যে পথ ধরিয়া কুতব যাইতে হয়, তাহা অতিক্রম করিতে যাহা প্রায় সারা পথ দেখিতে দেখিতে যাইলাম তাহা, ঐতিহাসিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হইতে লাগিল, ইহা শুধু ভারতের বহু সাম্রাজ্যের শ্মশান-ক্ষেত্র নহে, ইহা ভারতের একটি সমাধি-মণ্ডিত স্মৃতিময়ী নগরী। অগ্রসর হইতে প্রথমেই যে সুন্দর প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরটি নয়নপথে পতিত হইল, তাহা সফদরজঙ্গের সমাধি। ফিরিবার কালীন উহা দেখিব বলিয়া আর একণে নামিলাম না। উহা ছাড়িয়া যাইলে দীর্ঘ পথের উভয় পার্শ্বে দূরে অদূরে একের



সফদরজঙ্গের সমাধি

পর একটি করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাধি, মসজেদ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যে ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারি, এমন ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেন নাই। পম্পিয়াইয়ের প্রসিদ্ধ ধ্বংসনগরী দেখি নাই, সমৃদ্ধিময়ী বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় দেখি নাই, কিন্তু এখানকার কোথাও গম্বুজশ্রেণী, কোথাও চূড়াহীন সমাধি বা মসজেদের নিম্নাংশ, কোথাও ভগ্ন প্রাকারবেষ্টিত প্রশস্ত ভূমিখণ্ড, কোথাও ভগ্ন অট্টালিকার লোহিত কৃষ্ণ প্রস্তরস্তূপ, কোথাও কোন প্রাসাদের এক অংশের উচ্চভিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ঐ সকল ধ্বংসনগরীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নির্ম্মাতার সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা, ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর প্রভৃতির কথা কল্পনায় আসিয়া মনোমধ্যে যে বিষাদ-বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহা বুঝাইবার নহে।

সৌন্দর্য্যহীন কদাকার ভগ্ন সমাধি মন্দিরাদি তরুহীন শূন্য প্রান্তরমধ্যে যেন মাথা তুলিয়া বলিতেছে,—'পথিক, একবার দাঁড়াও, দেখে যাও ঐশ্বর্য্যের পরিণাম, মানবের নশ্বরতা। আমি যে আজও দাঁড়াইয়া আছি, সে কেবল তোমাদের কাছে এই পরিচয় দিবার জন্যই।' ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রত্যেকটির কাছে যাইয়া সব ভাল করিয়া দেখিয়া জানিয়া আসি। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে বলিয়া দিবে কোনটি কাহার সমাধি—কোনটি কাহার প্রাসাদ ছিল। জানিবার সুযোগের অভাব, দূরতা, শরীরের সামর্থ্য ও সময়ের অল্পতা হেতু সে ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। টঙ্গাওয়ালা ও সঙ্গের যুবকটি এ বিষয়ে দুই একটির সম্বন্ধে যাহা জানা আছে বলিতে লাগিল, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকায় অগত্যা তাহাই শুনিতে শুনিতে যাইলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে আমরা কুতব পৌঁছিলাম। দূর হইতেই

ভারতের কুতব, পৃথ্বীরাজের স্মৃতি-বিজড়িত নগরীর বক্ষে মুসলমান সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ কুতব মিনার, প্রাচীন ভারতের শিল্পের সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন কুতব মিনার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কিন্তু যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, উহার বিরাটত্ব ও শিল্পীর নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলাম। আমরা তৎসমীপে পৌঁছিয়া প্রথম পথের দক্ষিণে অবস্থিত ঐ স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমাধি মন্দিরটি দেখিলাম। সৈয়দ আহম্মদ জান নামক স্থানীয় একটি বৃদ্ধ মুসলমান আমাদের সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় জানিলাম, উহা সম্রাট আকবরের বড় ভ্রাতা আদম কাদের দ্বারা প্রায় চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহার নিম্নাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত।

এখান হইতে অনতিদূরে পথহীন বন্ধুর প্রস্তরময় ভূমির উপর যাইয়া একটি ৮০ ফুট গভীর ৭ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট কূপ দেখিলাম। উহার জল তুলিবার জন্য পার্শ্বে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী আছে। উহা আলতামাসের কূপ নামে খ্যাত। য়ুরোপীয়রা উহাকে Jumping well বলে। দুই-চারি আনা পয়সা দিলে স্থানীয় কোন কোন লোক উহার উপর হইতে নিম্নে ঝম্প প্রদান করিয়া তাহার কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকে। আমরাও অবশ্য তাহা দেখিলাম। ইহার নিকটেই জনশূন্য তৃণগুল্মময় প্রান্তর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সুলতানা রিজিয়ার প্রস্তর-সমাধি ও তৎপার্শ্বে রিজিয়ার নাম-সংযুক্ত আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কূপ দেখিলাম। উহা এক্ষণে শুষ্ক। রিজিয়ার সমাধি-মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত, কিন্তু তাদৃশ বৃহৎ নয়। মন্দিরগাত্রে কোরাণের বয়েদ সকল পাষাণে ক্ষোদিত আছে। গম্বুজের স্থানে স্থানে নীল ও হরিৎবর্ণের মিনার কাজ ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার ঠিক পার্শ্বে একটি পতিত মসজেদ রহিয়াছে। এখানে এখন আর কোন জনমানব যে কখন ভজনা করিতে যায়, তাহা মনে হইল না।

এই স্থানে চতুষ্পার্শ্বে অনেকদূর পর্য্যন্ত কত যে কবর ও ছোট বড় সমাধিমন্দির রহিয়াছে, উহার মধ্যে কোন্‌টি জ্ঞাতব্য, কে এখন আর তাহা প্রমাণসিদ্ধরূপে স্থির করিবে? ইহার অধিকাংশই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে; কালে শুধু প্রস্তরস্তূপ রহিয়া যাইবে মাত্র।



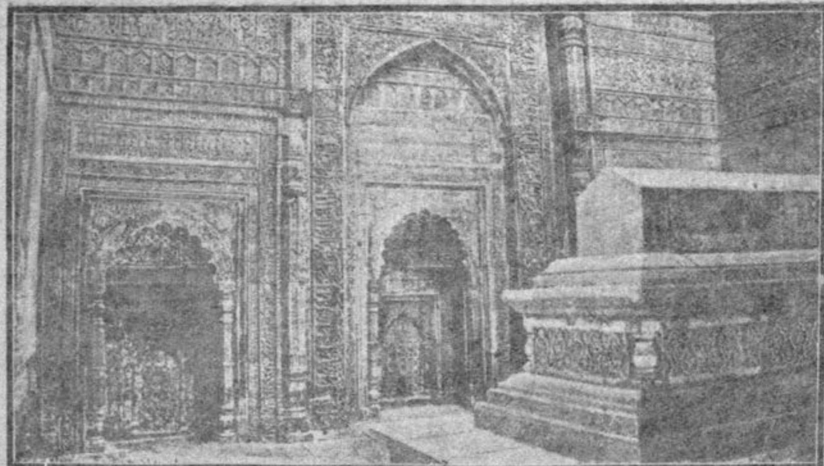
যোগমায়ার মন্দির

এখান হইতে পথে উঠিয়া যোগমায়া দেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরদ্বার বন্ধ ছিল, খুলিয়া অভ্যন্তরে কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। যাহা

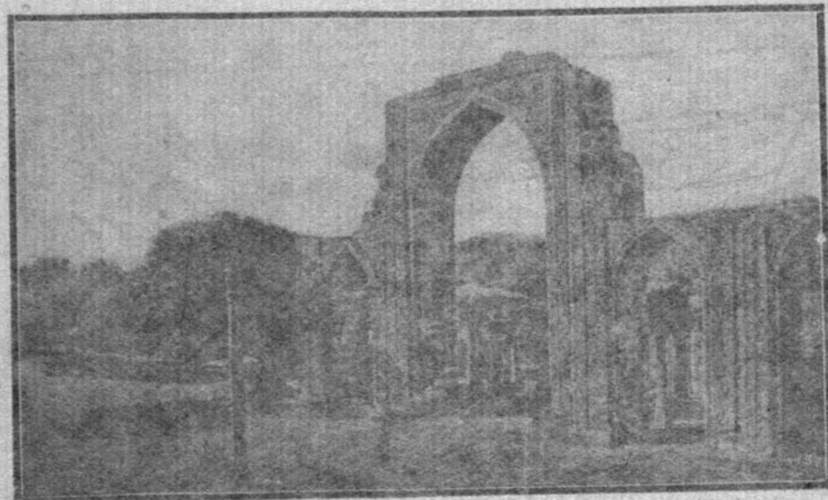
দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, বৈদ্যনাথ বা কাশীতে বিশ্বেশ্বরের ন্যায় যেন মৃত্তিকা হইতে সামান্য উন্নত হইয়া কোন স্বয়ম্ভু-মূর্ত্তি পুষ্পদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মন্দির-সেবিকা এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এখানে অন্য কোন মূর্ত্তি নাই, উগ্র পিণ্ডমূর্ত্তি। কবে কিরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন, তাহা অজ্ঞাত। কথিত আছে, পৃথ্বীরাজের কন্যা এই দেবীর পূজা করিতেন। মুসলমান রাজা—সমগ্র দিল্লীর মধ্যে এই হিন্দু দেবী প্রসিদ্ধ।

এইবার আমরা কুতব মিনারের উদ্দেশে উহার বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ভিতরে পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিসমূহ দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার মন্দির-প্রাঙ্গণের বিশাল তোরণপঙ্ক্তের পার্শ্বে আলাউদ্দীন খিলজির ও আলতামাসের ছাদহীন সুন্দর কারুকার্য্যময় প্রস্তর-নির্ম্মিত সমাধিমন্দিরদ্বয় ও কবর দেখিলাম। শেষোক্তটির অভ্যন্তরস্থ মন্দিরগাত্রের প্রায় সমস্ত অংশেই মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কবর ও অন্যান্য অনেকটা অংশ শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত। এই সমাধিমন্দির আলতামাসের পুত্র সুলতান রুকনউদ্দীন ও কন্যা সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ছাদ না থাকার সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী যে, পাছে আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তির কোন বাধা হয়, এইজন্য ছাদ বা গম্বুজ নির্ম্মিত হয় নাই।

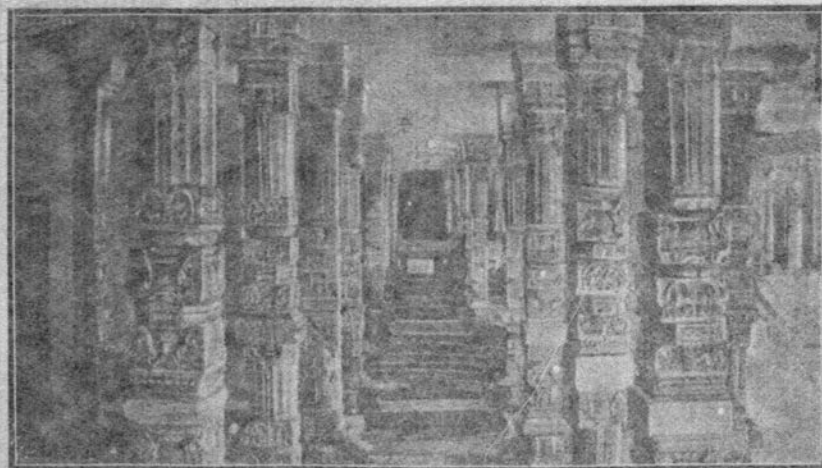
ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশপথে মধ্য-তোরণের পরই সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ। উহা শুধু ভারতে নয়—জগতের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব স্মৃতিস্তম্ভ। এই লৌহ, তাম্র ও দস্তা-মিশ্রিত ধাতু দ্বারা একখণ্ডে নির্ম্মিত নিরেট স্তম্ভটি ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ইহা উচ্চে ২৩ ফিট ৮ ইঞ্চ, ওজন ১৭ টনেরও অধিক নির্ণীত হইয়াছে। ইহাকে ফিরোজ সা লাটও বলিয়া থাকে। উহার বামে ও সম্মুখের কিয়দংশে



আলতামাসের সমাধি



লৌহস্তম্ভ



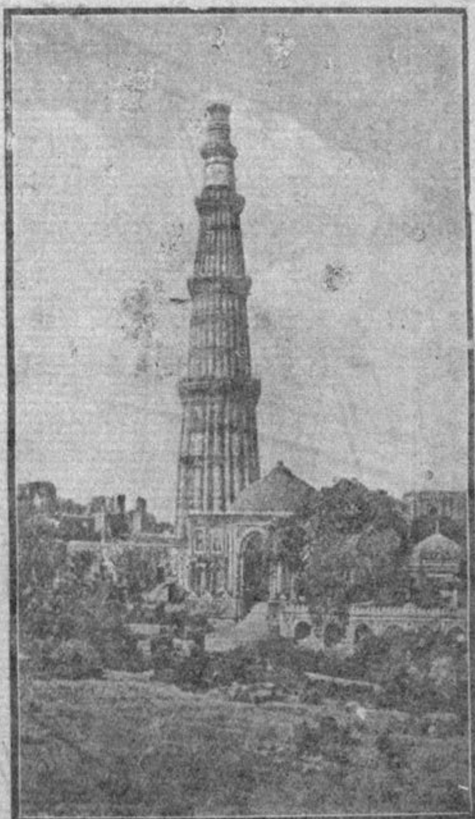
পৃথ্বীরাজের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

এবং দক্ষিণদিকের কতকটা স্থানে পৃথ্বীরাজ-মন্দিরের যে প্রস্তরস্তম্ভ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার কারুকার্য্য অতীব মনোহর। পূর্ব্বোক্ত তোরণগুলিও অতি সুন্দর ও বৃহৎ। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন স্তম্ভগুলির স্থানে স্থানে যে সব হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া হতশ্রী করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।


পৃথ্বীরাজ মন্দিরের স্তম্ভ

এইবার আমরা ভারত-গৌরব কুতব মিনারের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একবার উপর পানে চাহিয়া দেখিলাম, উপরে উঠিতে ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু সে লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। দুই তিন বার বসিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, সোপানশ্রেণী যতদূর সুন্দর ও নিরাপদ করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে। ইহাতে মোট ৩ শত ৮০টি সোপান আছে। ভিতরে অধিক অন্ধকারও নয়। উহার উপর হইতে পার্শ্বস্থ পল্লী, সমস্ত পুরাতন নূতন দিল্লী, অস্থায়ী রাজধানী এবং নূতন দিল্লী যাহা গঠিত হইতেছে, সব বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একজন আমার মত আগন্তকের পক্ষে ইহার উপর হইতে সত্বর বুঝিবার যত সুবিধা হয়, এত আর কিছুতে হয় না। শুনিলাম, মিনারের শীর্ষাংশের উপর বজ্রপাত হইয়া ভূমিসাৎ হওয়ায় আর উহা পুনর্নির্ম্মাণের উপায় হয় নাই। উহা লর্ড কার্জ্জনের

দ্বারা এখন নিম্নে এক স্থানে রক্ষা করা হইয়াছে দেখিলাম। ভারতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তম্ভ। ইহা উচ্চে ২ শত ৪২ ফিট, সমস্তটাই প্রস্তর-



কুতবমিনার

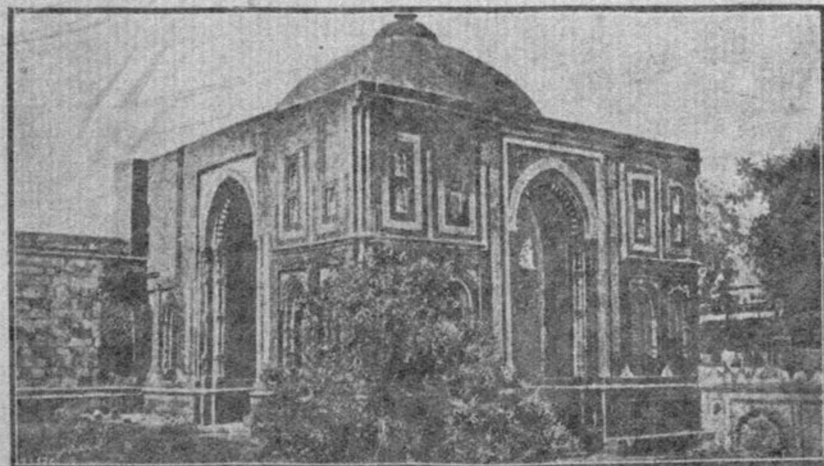
নির্ম্মিত। ইহা হিন্দুদিগের দ্বারা কি মুসলমানদের দ্বারা নির্ম্মিত, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বিবিধ কারণে মনে হয় মুসলমানদের দ্বারাই সৃষ্ট

হইয়াছে। কথিত আছে, ২৭টি হিন্দু-মন্দিরের উপাদান লইয়া ১২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া সামসউদ্দীন আলতামাস কর্তৃক ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহার গঠনের পরিসমাপ্তি হয়।

মিনারের অনতিদূরে যে অপর একটি অপরিচ্ছন্ন স্তম্ভাকারের প্রস্তরস্তূপ মত দেখা যায়, শুনিলাম উহা আলতামাসের (আলাউদ্দীনের) দ্বারা আর একটি উচ্চতর মিনার নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে গঠিত হইতেছিল। ইহার যতটা অংশ রহিয়াছে, উহার পরিধি কুতবমিনার অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া মনে হইল। এখানে প্রাঙ্গন-পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অতি সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত সৌধ ও ফটক আছে, উহা আলাউদ্দীন খিলিজীর দ্বারা নির্ম্মিত। উহার পশ্চাতে উহার পুত্র ও কন্যার সমাধি রহিয়াছে। ইহাকে আলাই দরজা বলে।

কুতবনগরে আমরা এই সব দেখিয়া ফিরিবার পথে পূর্ব্বোল্লিখিত সফদরজঙ্গের লোহিত, শ্বেত প্রস্তরময় বৃহৎ সমাধি দেখিলাম। ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই প্রস্তরমণ্ডিত দীর্ঘ জলাধার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সমাধির দক্ষিণে বাদশা পছন্দ, উত্তরে মোতিমহল এবং পশ্চিমে জঙ্গলমহল নামে তিনটি মহল আছে। এই সমস্ত সফদরজঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলার দ্বারা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূল সমাধি-মন্দিরে মূল্যবান প্রস্তরের কাজ ছিল, মনে হইল তাহা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইহার পর ঠিক সম্মুখের পথ ধরিয়া নিজামুদ্দিন যাইলাম, তথায় প্রবেশ করিয়া প্রথমেই একটি জলাশয় দেখিলাম। উহা অতিক্রম করিয়াই নিজামুদ্দীনের সমাধি, পার্শ্বে একটি বড় মসজেদ আছে। শুনিলাম নিজামুদ্দীন আলাউদ্দীনের গুরু ছিলেন। এই শ্বেতমর্ম্মর-মণ্ডিত সমাধির কারুকার্য্য ও সোনার কাজগুলি অতি চমৎকার ও মূল্যবান। এখানে



আলাই দরজা

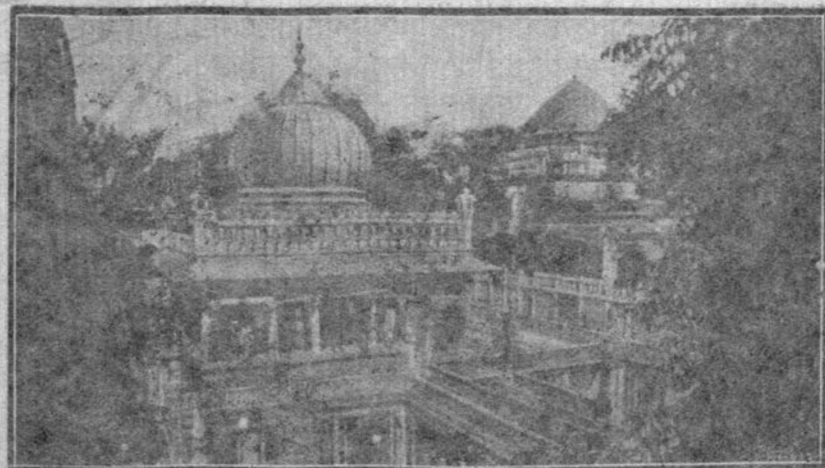
এখনও মুসলমান ধর্ম্মের রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থা আছে দেখিলাম। ধূপ-ধূনা-কুসুম-কুঙ্কুম-গন্ধে স্থানটি আমোদিত।

এই সমাধির নিকটেই আদর্শ কন্যা সম্রাট-দুহিতা সুপ্রসিদ্ধ জাহানারার শ্বেত-মর্ম্মরময় তৃণাচ্ছাদিত কবর আছে। এই পূতচরিত্রা রমণী-রত্নের স্বরচিত একটি ফারসী শ্লোক এখানে লিখিত আছে। বঙ্গ-কবির ভাষায় তাহার অর্থ,—

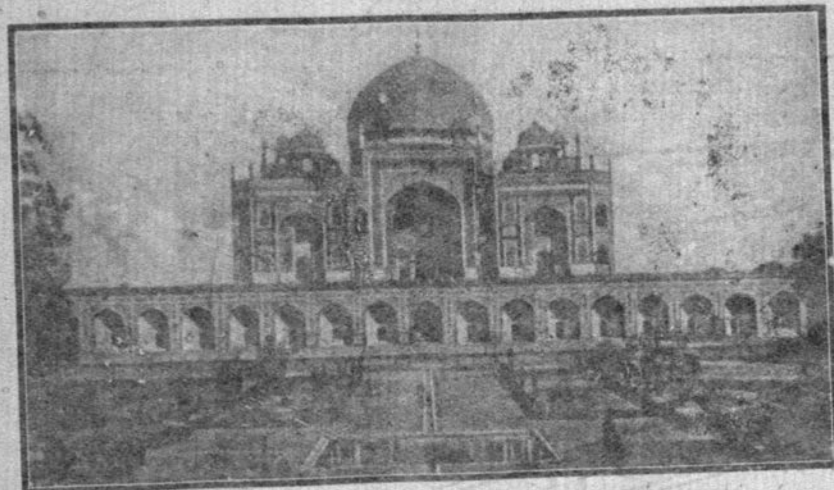
"বহুমূল্য আভরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার,
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীন আত্মা জাহানারা
সম্রাট কন্যার।"

এই পিতৃভক্তি-পরায়ণার পুণ্য সমাধিদর্শনে অজ্ঞাতে শ্রদ্ধাভরে শির নত হইয়া পড়ে। দেখিলাম, এখানে এই ঘেরার মধ্যে পাশাপাশি তিনটি —মধ্যে জাহানারা, এক পার্শ্বে মৃজা আলি খাঁ, অপর পার্শ্বে জহরন্নেসার কবর রহিয়াছে। পার্শ্বের অপর একটি প্রস্তর-বেষ্টনী মধ্যে মহম্মদ শা ও দ্বিতীয় আকবর শাহার পুত্র সাজাদা জাহাঙ্গীরের কবর রহিয়াছে। এই সব সমাধির উপর কোন ছাদ নাই, মাথার উপর আকাশ। এইগুলির চতুর্দ্দিকের প্রস্তর-জাল ও এক খণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিচিত্র কারুকার্য্যময় কবাট অতি রমণীয়। কবি খসরুর সমাধিও ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। নিজামুদ্দিনে রবিউশানির ১৭।১৮ই তারিখে প্রতি বৎসর একটি করিয়া মেলা বসিয়া থাকে।

এই স্থান হইতে বরাবর বাদশা হুমায়ুনের সুপ্রসিদ্ধ সমাধি দেখিতে যাইলাম। ইহা একটি সুন্দর উদ্যানমধ্যে স্থাপিত অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি ভিন্ন এত বৃহৎ সমাধি মন্দির ভারতে আর আছে কি না জানি না। লোহিত ও শ্বেত প্রস্তরের দ্বারা সু-উচ্চ বেদীর



নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও জাহানারার সমাধি



হুমাউনের সমাধি-মন্দির

উপর ইহা নির্ম্মিত। গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত প্রস্তরফলকে দেখিলাম, এই মন্দিরে দারা সেকো, ফরকসায়ার, রফিউদ্দৌলা প্রভৃতি ১শত ৭৫টিরও অধিক টাইমুর বংশের বংশধরদের সমাধি আছে। এই বিরাট স্মৃতি-মন্দির হুমায়ুনের পত্নী সম্রাট আকবরের মাতা হামিদা বানু বেগম—যিনি সাধারণতঃ হাজি বেগম নামে পরিচিতা ছিলেন—তাঁহার দ্বারা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আগ্রার জগদ্বিখ্যাত তাজ যেমন পত্নী-প্রেমের বিরাট উদাহরণ, হুমায়ুনের সমাধি তেমনই পতি-ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বেগমসাহেবাও সম্রাট স্বামীর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে চিরনিদ্রিতা আছেন। এইটি এবং সফদারজঙ্গের সমাধি-মন্দির ও গম্বুজাদির স্থাপত্য কুতবের পথে দৃষ্ট প্রাচীন সমাধিগুলির সহিত কিছু বিভিন্ন মনে হইল। ইহাদের গম্বুজগুলির গঠন কতকটা লক্ষ্ণৌয়ের সমাধি-মন্দিরগুলির মত। বলা বাহুল্য, লক্ষ্ণৌয়ের এ সব স্থাপত্য অনেক আধুনিক।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বাহাদুর শা এই হুমায়ুন মকবরার মধ্যেই লুকাইয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই তিনি ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। এখানে পূর্ব্বে একটি মাদ্রাসা কলেজ ছিল। এই পাষাণ মন্দিরটি একটি অতি রম্য উদ্যানমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত দিল্লীর মধ্যে এমন সুন্দর সমাধি-উদ্যান আর দ্বিতীয় নাই এবং এমন মনোরম অভগ্ন মন্দিরও নাই।

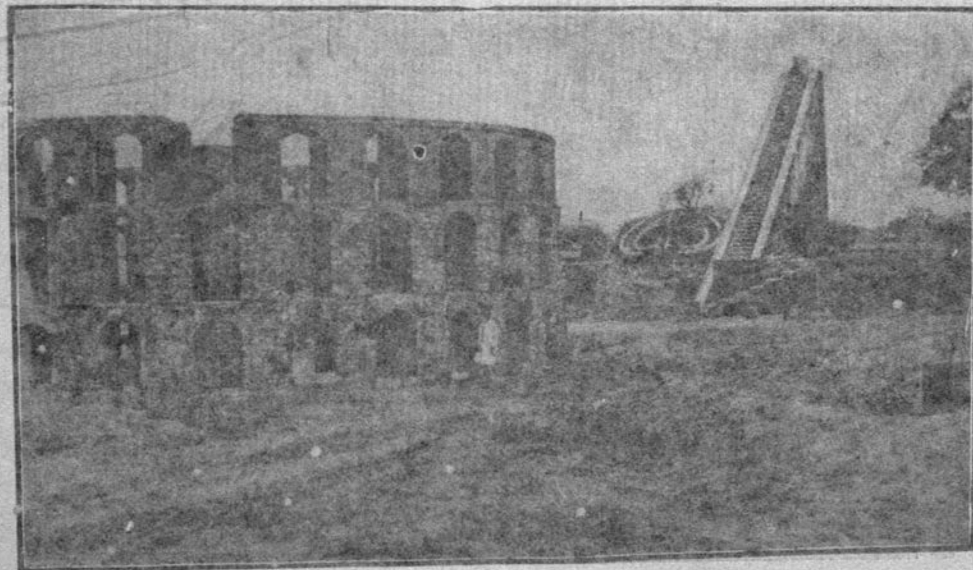
এই সমাধির পশ্চাতে কিছু দূরে সের-মঞ্জিল নামে একটি ধ্বংসপ্রায় রাজভবন আছে, ইহা সের শার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ কেল্লার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানে তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, "দিল্লী সেরশাহী।"

হুমায়ুন-সমাধির প্রাঙ্গণের বাহিরের এক পার্শ্বে একটি বৃহদায়তনের

সমাধি আছে, উহার গম্বুজটির সমস্ত বহির্দ্দেশ সুন্দর সবুজ বর্ণের মিনার কাজ করা। উহা কাহার সমাধি, তাহা জানিতে পারিলাম না। প্রাঙ্গণ-প্রবেশপথে তোরণ সম্মুখে একটি অষ্টকোণবিশিষ্ট জীর্ণ সমাধি-মন্দির দেখিলাম। কেহ বলেন, উহা ইসা খাঁর সমাধি; আবার কেহ বলেন, বেরাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিম খাঁ ওরফে খান্না কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নীর সমাধির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ইহা তুষারধবল ও লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত থাকায় এক সময় দর্শনযোগ্য ছিল, নবাব সুজাউদ্দৌলা খাঁ সে সমস্ত অপহরণ করিয়া লক্ষ্ণৌএ লইয়া যাওয়ায় ইহা শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে।

এই স্থান ও নিজামুদ্দীনের প্রায় মাঝামাঝি শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত চৌষট্টিটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি সুন্দর অট্টালিকা আছে, ইহার নাম "চৌষাট খম্বা।" ইহা ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখান হইতে আমরা পুরাণ কেল্লা দেখিতে যাইলাম, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বিরাট ধ্বংসলীলা ভাল করিয়া দেখা হইল না। পুনরায় কল্য দেখা হইবে স্থির করিয়া অনমুভূতপূর্ব্ব একটি ভাব হৃদয়ে লইয়া সে দিনের মত বাসায় ফিরিলাম। এই সব দেখিয়া ফিরিতে হৃদয় যে বিষাদে ভরিয়া উঠে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপরের বুঝা অসম্ভব। এমন ধ্বংসলীলা, এমন শ্মশানের বিভীষিকা কখন কোথাও দেখি নাই; পূর্ব্বে কোন দিন কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই।

পরদিন প্রত্যূষে বাহির হইয়া জয়পুরাধিপতি মহারাজা জয়সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'যন্ত্র-মন্ত্র' নামক মানমন্দির দেখিতে যাইলাম। দেখিলাম, উহার মধ্যে আটটি যন্ত্র আছে। তথাকার হিন্দুস্থানী তত্ত্বাবধায়ক যন্ত্রগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যাহা বলিল, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা হেতু তাহা বিশেষ কিছু ভাল করিয়া বুঝিতে না



যন্ত্র-মন্ত্র নামক মান-মন্দির

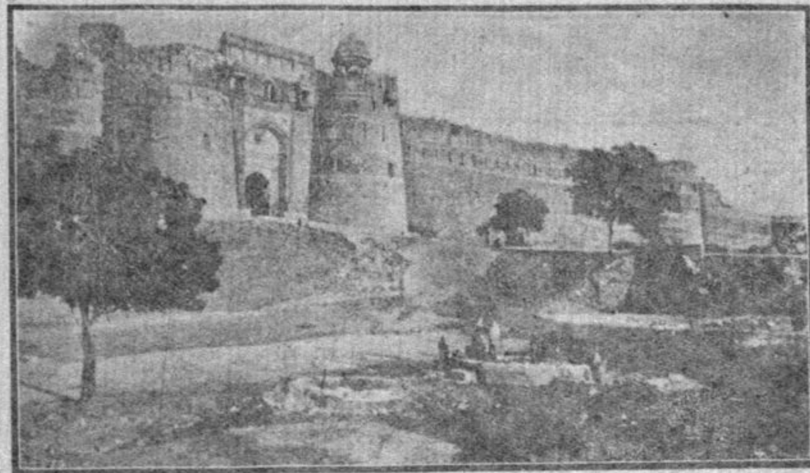


নূতন দিল্লী

পারিলেও পূর্ব্বকালের হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ হইল। কাশীর মানমন্দিরের যন্ত্রের অনুরূপ দুই তিনটি যন্ত্র এখানেও দেখিলাম, কিন্তু ইহা আকারে আরও বৃহৎ।

তার পর বৃটিশরাজের নূতন দিল্লী—যাহা এখনও গঠিত হইতেছে, তাহার সেক্রেটেরিয়ট বাড়ী, লাটভবন, কাউন্সিল চেম্বার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদাদি দেখিতে যাইলাম। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত ঐ সব বড় বড় বাড়ীর স্থাপত্য আমার মোটেই ভাল না লাগিলেও রাজধানীর হিসাবে ইহার পথ-ঘাট, উদ্যান, এভেনিউ, পার্ক, প্রভৃতির সৌন্দর্য্য বা সুন্দর নগরবিন্যাস-কৌশল অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুনিলাম, য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান স্থপতির পরামর্শানুসারে এ সব সৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, এমন বিকলতার উদাহরণ বুঝি আর কোথাও নাই। নব-দিল্লীর মধ্যমণি কাউন্সিল চেম্বারের বাহিরের থাম ও তাহার নিম্নাংশের অসামঞ্জস্য দেখিবামাত্রই লক্ষ্য হয়। আর আকারের তুলনায় উপযুক্ত উচ্চতাহীন উহার গম্বুজ দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ভীমসেন সক্রোধে এক গদাঘাতে উহাকে বসাইয়া দিয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া বেলা অধিক হওয়ায় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আহারাদির পর বাহির হইয়া আজ পুনরায় পুরাণ কেল্লা দেখিতে যাইলাম। ইহা যমুনার তীরে অবস্থিত। এই স্থানটিকেই অনেকে ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া থাকে এবং এই দুর্গ ও নগর যুধিষ্ঠির দ্বারা নির্ম্মিত এইরূপ কিম্বদন্তী, কিন্তু প্রকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কুতব প্রদর্শক বৃদ্ধ আমাদের বলিয়াছিল যে, সেই স্থানের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড তোরণ পার হইতে হয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় সু-উচ্চ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে কোন কোন স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ভিতরে এই



পুরাণ কেল্লা

প্রাকার সংলগ্ন দুই তিন শ্রেণী দীর্ঘ বারান্দার মত, মধ্যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর দুই তিনটি প্রাচীন অট্টালিকা মাত্র এবং একটি নবনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ ও মন্দির ; যমুনার দিক ভিন্ন অপর দুই দিকেও দুইটি সুবৃহৎ ভগ্ন তোরণ আছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শ্বেত প্রস্তরের এক ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্ত্তি ও অন্য একটি শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি। অনুসন্ধানে তত্ত্বাবধায়কের কথায় জানিলাম, উহা কুন্তীদেবী নামে খ্যাত। এই উভয় মূর্ত্তিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শুনিলাম।

এখানে দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি সুবৃহৎ পঞ্চ অংশে বিভক্ত কারুকার্য্যময় পাষাণনির্ম্মিত মসজেদ ও উহার অনতিদূরে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি উচ্চ অট্টালিকা। কথিত আছে, এই স্থানে হুমায়ুন বাদশার গ্রন্থাগার ছিল এবং এই স্থান হইতেই পদস্খলিত হইয়া মর্ম্মর মণ্ডিত প্রাঙ্গণে পতিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। প্রথমোক্ত মসজেদটির বৃদ্ধ মুসলমান রক্ষক, পঞ্চকক্ষ দেখাইয়া বলিল, ইহা পঞ্চ পাণ্ডবের দরবার ছিল। এ কথার মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া জানা নাই, কিন্তু এই মসজেদের স্থাপত্য-সকলের মধ্যে অনেক স্থান যে হিন্দু স্থাপত্যের অনুরূপ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া যমুনায় যাইবার জন্য সুড়ঙ্গে মত স্থান দিয়া সোপানশ্রেণী দেখিলাম। স্থানীয় রক্ষকের মুখে শুনিলাম, এই পথ দিয়া বেগমগণ যমুনা স্নান করিতে যাইতেন।

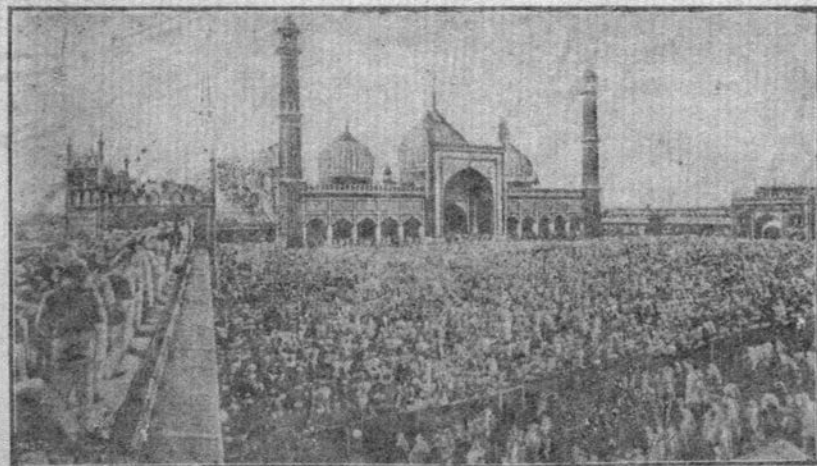
এখানকার সু-উচ্চ ভগ্ন তোরণের উপর হইতে সমস্ত সহরটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিল্লার বহির্দ্দেশে যে পরিখা ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। হুমায়ুন রাজ্য-প্রাপ্তির পরই এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সের শার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হওয়ার পর তাঁহার দ্বারা ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

কালামহল নামক সৌধটি এই কেল্লার নিকটেই অবস্থিত। ইহাও

এখন ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া মনে হয়, একদিন ইহা বিশেষ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। ইহা ভিন্ন এ গোরস্থানের চতুর্দ্দিকে দেখিবার আরও বহু সমাধি আছে। এই সমস্তই ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্গত। এখানকার ভীষণ শ্মশানদৃশ্য দেখিয়া হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়। মনে হয়, এই কি সেই কুরুপাণ্ডবের দেশ, এই কি সেই ধর্ম্মরাজ্য। সূচ্যগ্র ভূমি বিনা-যুদ্ধে দিব না, দুর্য্যোধনের সগর্ব্ব উক্তির পর ইন্দ্রপ্রস্থে যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই কি সেই ইন্দ্রপ্রস্থ?

ইহা দেখিয়া ফিরোজ শা কোটলা দেখিতে যাইলাম। ইহা পাঠান-রাজের রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। দেখিয়া বুঝা যায়, এক সময় এ স্থানও যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। ইহাও বেশ সুদৃঢ় প্রকার-বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে অনেক অংশ ভগ্ন। ভিতরে যে সব প্রাসাদাদি ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে একটি ভগ্ন মহলের উপর একটি অশোকস্তম্ভ স্থাপিত আছে। উহা সম্রাট্ ফিরোজ শাহ দ্বারা অন্য স্থান হইতে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ জুম্মা মস্জেদ দেখিতে যাই। ইহা সম্রাট সাহজাহানের এক বিরাট কীর্ত্তি। কথিত আছে, প্রতিদিন দশ সহস্র লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া আট বৎসর ছয় মাসে প্রায় পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিরাট উপাসনাগারে প্রবেশ করিতে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। কথিত আছে, সম্রাট্ সাহজাহান দুর্গ-প্রাসাদমধ্যে সিংহাসনে বসিলে তাঁহার মস্তক হইতে যাহাতে উপাসকদিগের বসিবার-স্থান নিম্নে না হয়, এই কারণ উহা এতাদৃশ উচ্চ বেদীর উপর তিনি নির্ম্মিত করাইয়া ছিলেন। মস্জেদের অভ্যন্তর প্রাঙ্গণ এত প্রশস্ত যে, উহার মধ্যে একসঙ্গে এক লক্ষ লোক নামাজ পড়িতে পারে। উহার উপরের শ্বেত মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুবৃহৎ বুরুজত্রয় ও উভয় পার্শ্বের মিনারদ্বয়

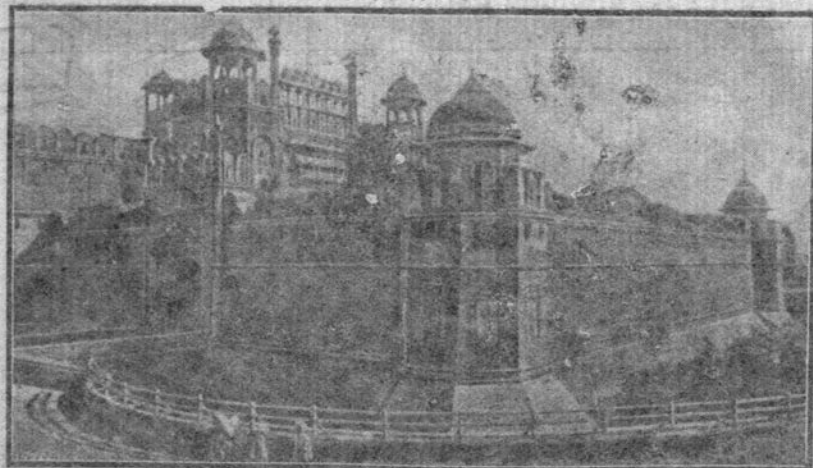


জুম্মা মসজেদ

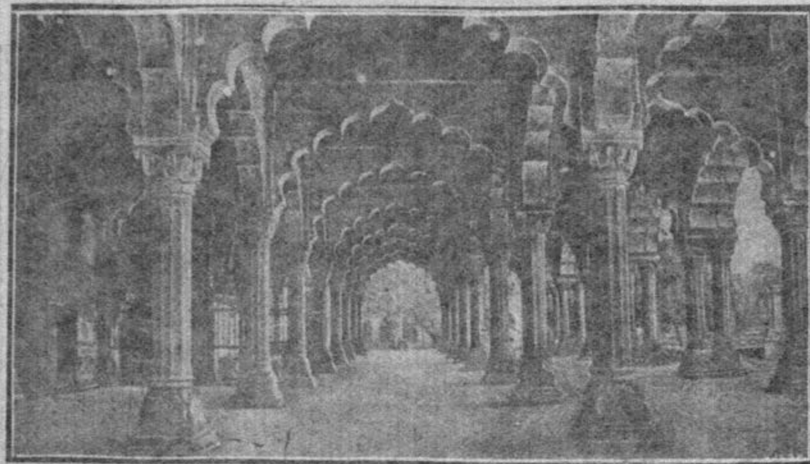
যথেষ্ট উচ্চ। সমস্ত সহরের মধ্যে এত উচ্চ আর কোন সৌধ নাই। সমস্ত মসজেদটি লোহিত প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। গম্বুজ ও ভিতরের মেজে দেওয়াল প্রভৃতি শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরশোভিত। সমস্ত সহর হইতে এই মসজেদ-চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

মসজেদ হইতে দিল্লী দুর্গে যাইবার পথে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইলাম। ইহার মধ্যে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের পাষাণময় মূর্ত্তিটি সুন্দর। আমরা এখানে আর বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে পাশ লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

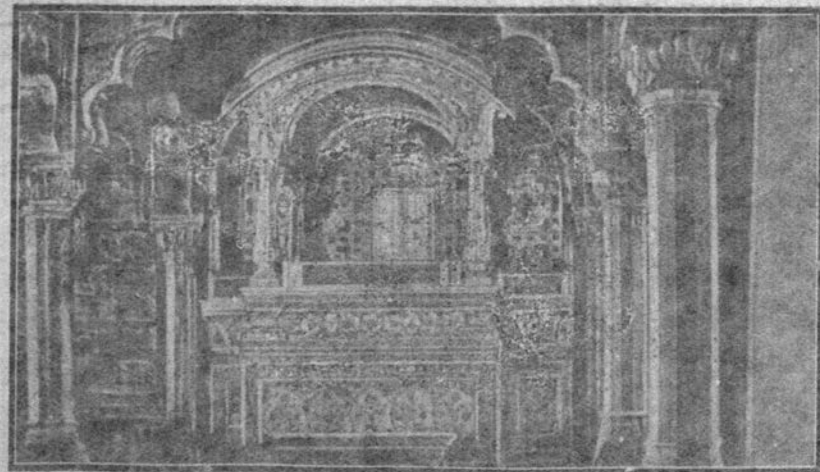
কুতবের পর দিল্লীর এই দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ প্রধান দ্রষ্টব্য। তদভ্যন্তরস্থিত 'দেওয়ানে আম', 'রঙ্গ মহাল', 'দেওয়ানে খাস', 'হামাম', 'মতি মসজেদ' প্রভৃতির তুলনা বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। প্রথম প্রবেশ করিয়াই নহবৎখানা পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি বিবিধ দ্রব্যের বিপণীশ্রেণী। নহবৎখানার উপরে এক্ষণে একটি যুদ্ধোপকরণাদির প্রদর্শনী আছে। ইহাতে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিবিধ চিত্র ও দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। ইহা আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও একটি দেখিবার উপযুক্ত স্থান। ইহা দেখিয়া পুরাতন কামানশ্রেণী সজ্জিত বৃত্তাকার পথের পর লোহিত প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ "দেওয়ানে আম।" সম্রাট সাহজাহান এই স্থানে বসিয়া সাধারণভাবে প্রজাদের নিবেদন-আবেদন শ্রবণ ও অন্যান্য রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। বাদসার সিংহাসনের জন্য নির্ম্মিত শ্বেত মর্ম্মরময় উচ্চ বেদী ও উহার পশ্চাতের দেওয়ালগাত্রের অতি মূল্যবান কারুকার্য্যগুলি দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এখানে বহু বর্ণের প্রস্তরাদিসংযোগে এমন সুন্দর লতাপাতা ও পক্ষিসকল অঙ্কিত আছে, যাহা ভারতে আর কোথাও নাই; পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়াও শুনা যায় না। এই কক্ষেই জগদ্বিখ্যাত



সাহজাহানের নির্ম্মিত দুর্গ



দেওয়ানে আম



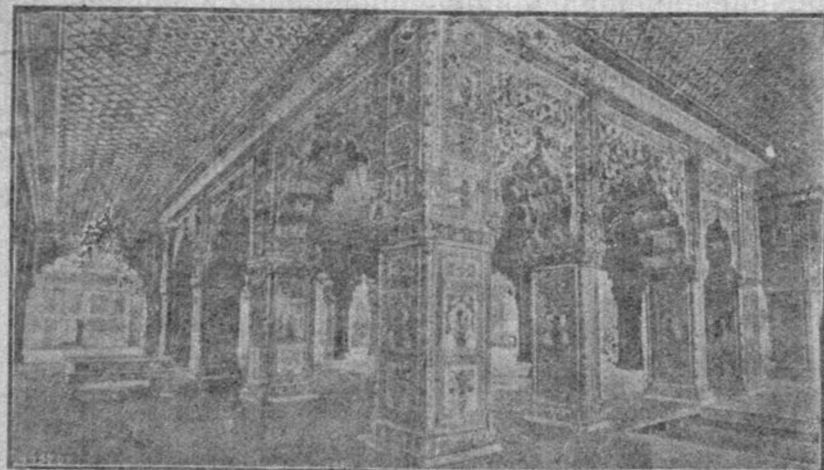
দেওয়ানে আমের সিংহাসন বেদী

কোহিনুর-মণ্ডিত ময়ূর-সিংহাসন স্থাপিত ছিল এবং কক্ষের দেওয়াল, ছাদ ও গৃহকুট্টিম বহুমূল্য হীরক, চুণী, মতি প্রভৃতির দ্বারা শোভিত ছিল।

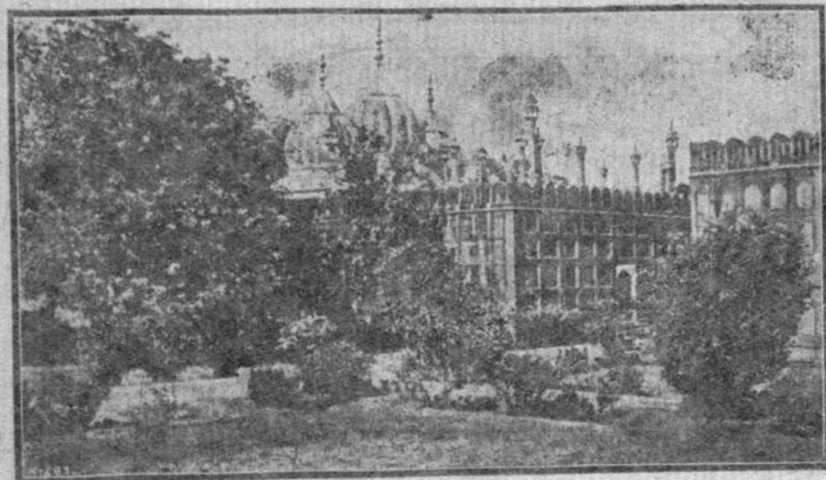
ইহার পশ্চাতে ও তাহার উভয় পার্শ্বে রঙ্গমহল, দেওয়ানে-খাস, শিশমহল, মতি-মসজেদ, হামাম্ ও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিশ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মহল সকলের সৌন্দর্য্য বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা আমার মত লোকের পক্ষে বৃথা। প্রায় সকলগুলিই প্রধানতঃ শ্বেত মর্ম্মর দ্বারা নির্ম্মিত। কোথাও সোণালি কাজ, কোথাও ক্ষোদাই প্রস্তরের লতাপাতা এবং বহু স্থানেই বহুমূল্য প্রস্তরক্ষোদিত কারুকার্য্যসকল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। "দেওয়ানে খাস" নামক সৌধের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে স্বর্ণাক্ষরে যে লেখা আছে—"যদি মরতের মাঝে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তাহা হেথায়"—এ কথা অনেকেরই মনে হয় বর্ণে বর্ণে সত্য। ইহা পূর্ব্বে কনক-ফলকে লিখিত ছিল।

দেওয়ানে আম ও দেওয়ানে খাস নামক কক্ষ দুইটি সম্বন্ধে ফার্গুশন যে লিখিয়াছেন,—"They are the gems of the palace," এ কথা ঠিক। পূর্ব্বে সিংহাসনের নিকট যে স্বর্ণ নির্ম্মিত মানদণ্ড বিরাজিত ছিল, এখন ক্ষুদ্র পিত্তলফলকে তাহার অনুরূপ নির্ম্মিত হইয়া সংলগ্ন আছে, রক্ষকের দ্বারা তাহার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার চতুষ্পার্শে আরবী ভাষায় ক্ষোদিত আছে যে "মহাপ্রলয়ের দিন স্বয়ং জগৎপিতা জগদীশ্বর মানদণ্ড ধারণপূর্ব্বক রাজা মহারাজা হইতে কুটীরবাসী দীন ভিক্ষুকের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন।" এই ন্যায়ের মানদণ্ডের নিম্নে যে প্রস্তরনির্ম্মিত জাফরি বা পাথরের ফারফোর কাজ প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার শিল্পসৌন্দর্য্যও অতুলনীয়।

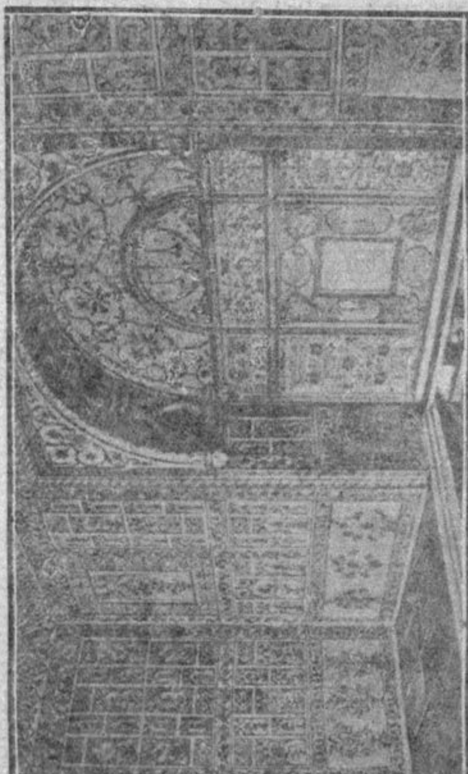
এখানকার হামাম্ বা স্নানাগার একটি অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহার ছাদ দেওয়াল প্রভৃতি সমস্তই দর্পণ দ্বারা সুশোভিত। উষ্ণ ও শীতল জলের



দেওয়ানে খাসের ভিতরের দৃশ্য



মতি মসজেদ

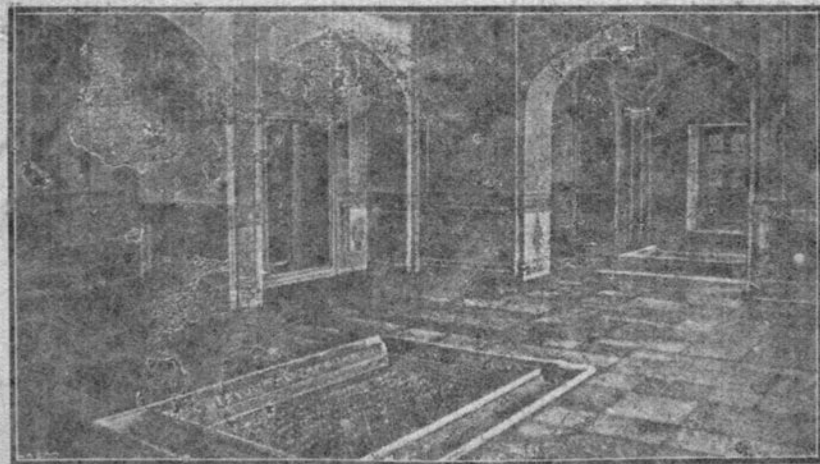


ন্যায়ের মানদণ্ড

বিভিন্ন উৎসরাজি ও জলাধার এখন জলহীন। উহার একটি কক্ষের মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটি কুণ্ড আছে, পূর্ব্বে তাহাতে গোলাপজল রক্ষিত হইত বলিয়া শুনা যায়। এখানে বাহির হইতে জলসঞ্চালনের যে সব কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানকার মতি-মসজেদ, রাণীমহাল, খোয়াবগা প্রভৃতি সমস্তই দর্শনযোগ্য। দেখিলাম, এখানকার অধিকাংশ প্রাসাদাদির মধ্যে মহা মূল্যবান প্রস্তরসমূহের স্থলে কাচখণ্ড দেওয়া হইয়াছে। প্রাসাদের মধ্যে একটি প্রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ক প্রদর্শনী আছে। ইহাও আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও ইহার ভিতর দেখিবার বিস্তর পুরাতন সামগ্রী ও চিত্রাদি আছে। দুর্গের ভিতর যে অংশ এখন সৈন্যাবাস, তাহা সাধারণের পক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমরা বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

এতাবৎ দেওয়ানে-আম দেওয়ানে-খাস প্রভৃতির যে বর্ণনা পড়িয়াছি বা চিত্রে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে মনে একটা ধারণা পোষণ করিতেছিলাম, এই সব আজ প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলাম, তাহার বাস্তবের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। এ সব লিখিয়া আঁকিয়া বুঝাইবার নহে। যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা অন্যত্র যেমন কোন সুন্দর সুবিশাল প্রাসাদ দেখিয়া থাকুন, তাহার সহিত এখানকার একটি স্তম্ভ বা খিলানেরও তুলনা হয় না।

এই প্রাসাদ ও যে সহরে ইহা প্রতিষ্ঠিত, ইহা সমস্তই সম্রাট সাহজাহানের দ্বারা নির্ম্মিত। এই স্থানের নাম জাহানাবাদ। এখান হইতে বাহির হইয়া মোগল বাদশাদের ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা ও আড়ম্বরের কথা ভাবিতে ভাবিতে সাহজাহানের স্থাপিত পুরাতন দিল্লী চক ও অন্যান্য জনবহুল পল্লীর ভিতর দিয়া বেড়াইয়া ও আইভরি প্যালেশ নামক গজদন্তের দ্রব্যাদির প্রদর্শনী-বিশেষ দোকানখানি দেখিয়া দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার



হামামের প্রথম অংশ

আমাদের চন্দননগরের শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে অতুলবাবুর প্রেরিত মোটরে বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ আমাদের লইয়া ব্রিজের উপর দিয়া অস্থায়ী রাজধানী দেখিতে লইয়া যাইলেন। ঐ দিকে এই প্রথম আসিলাম। শুনিলাম, এই অল্পোচ্চ পাহাড়ের ন্যায় ভূমি সমগ্র দিল্লীকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টিত করিয়া আছে। কিম্বদন্তী, উহা মহাভারতের সময়ের সেই পৌরাণিক সহরের প্রাচীররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পথে যাইতে যাইতে সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিমন্দির ও আর একটি অশোকস্তম্ভ দেখিলাম। এই অস্থায়ী রাজধানীর লাটভবন, সেক্রেটেরিয়েট প্রভৃতি এবং কর্ম্মচারীদের বাসের জন্য বাঙ্গলো সকল নির্ম্মাণে গভর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন।

আজ আর অধিক বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিলাম। দিল্লীতে দেখিবার আরও অনেক আছে, কিন্তু সময়াভাবে তাহা আর হইল না। তোগলকাবাদের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গাদি দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, তাহা আর হইয়া উঠিল না। এখান হইতে এত শীঘ্র বিদায় লইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা করিতে হইল। এখান হইতে আগ্রা যাত্রা করিলাম। এই তিনটি দিন এখানে থাকিয়া যে স্মৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

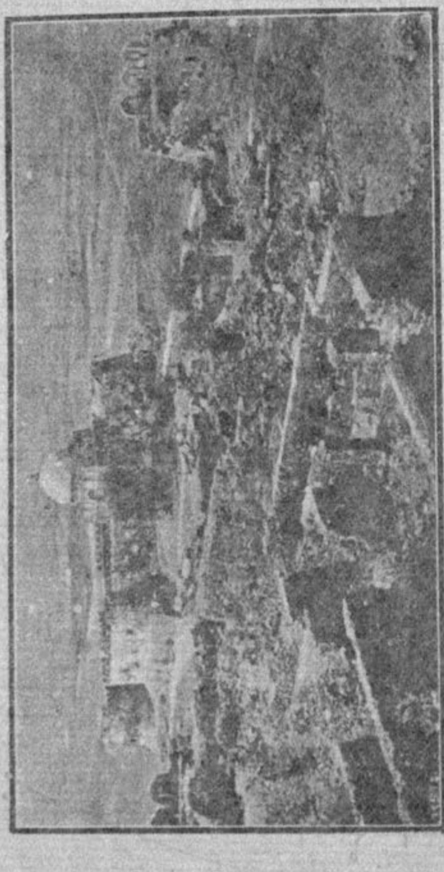
আগরার পথে ট্রেণে আসিতে সমস্তক্ষণই মনে হইতে লাগিল,—যদি কেহ মরজগতে অমরার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে চান, সীমাহীন ঐশ্বর্য্যের অতুল্য লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে চান, কল্পনার বিরাটত্ব দেখিয়া আত্মহারা হইতে চান, যদি ভারতে ইতিহাস মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে চাহেন, তবে তিনি এই দিল্লীর মহা শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া একবার দেখিয়া যান। স্রষ্টারা সব আজ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সৃষ্টির

বিক্ষিপ্ত কঙ্কালসমূহ শ্মশানের ঘোর নীরবতার মধ্যে কি অট্টহাস্যে আজ মানব-নশ্বরতা ঘোষণা করিতেছে। দেখিয়া যান, যুধিষ্ঠির গিয়াছেন,

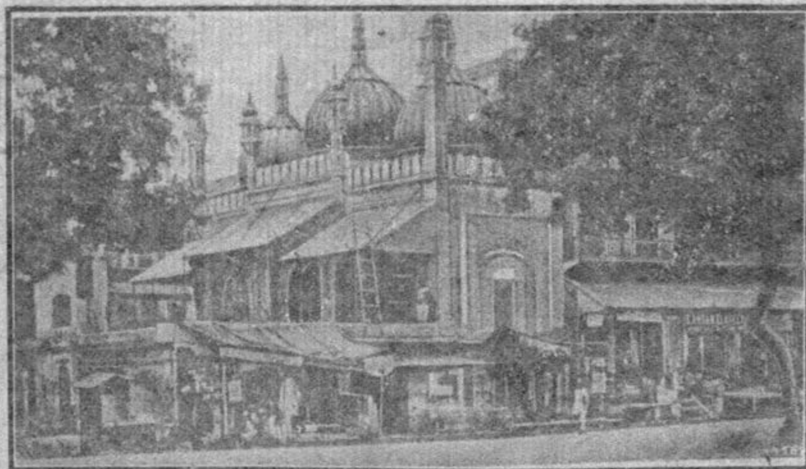


সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিমন্দির

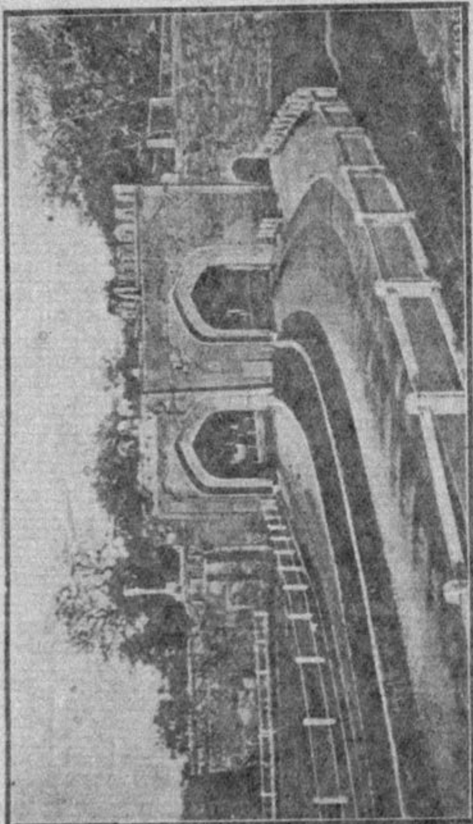
তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের নাম এখনও রহিয়াছে। বিজয়ী কুতব গিয়াছেন, তাঁহার জয়স্তম্ভ আজও রহিয়াছে। সাহজাহান গিয়াছেন,



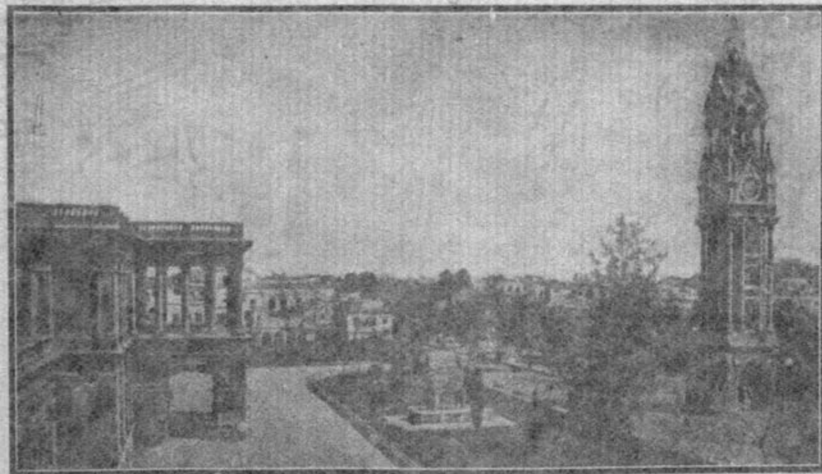
সম্রাট তোগলকের সমাধি—তোগলকাবাদ



সোনারি মসজেদ



কাশ্মীর গেট



ক্লক টাওয়ার

তাঁহার সাধের প্রাসাদ ও তদভ্যন্তরস্থ তুলনাহীন 'দেওয়ানে-আম', 'দেওয়ানে-খাস' এবং জুম্মা মসজেদ প্রভৃতি রহিয়াছে। জয়পুরপতি জয়সিংহ গিয়াছেন, তাঁহার কৃত মান-মন্দির রহিয়াছে। স্রষ্টা যায়, স্মৃতি থাকে। আজ আবার এই সবেরই পার্শ্বে শ্বেত জাতির দ্বারা গঠিত শ্বেত-সহর নূতন দিল্লী শ্বেত-শতদলের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে; শুধু সর্ব্বনিয়ন্তা তিনিই জানেন, পরিণামে ইহার কি থাকিবে, আর কি যাইবে!

ভারতে পাশ্চাত্য চিত্রকর

(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে)

ভারতবাসীর লিখিত ভারতের ভাল প্রাচীন ইতিহাস নাই, এই কথা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। হিন্দু ও মুসলমান সময়ের সুন্দর সুন্দর পুরাতন চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইলেও, প্রাচীন দ্রষ্টব্য হিসাবে স্থানবিশেষের নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা বা পুরাতন প্রথাদির আলেখ্য খুব কমই দেখা যায়। এ বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সব পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পিগণ ভারতে আসিয়া বহু চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলের মধ্যে আজ অনেকগুলিই অমূল্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এমন অনেক স্থান—যাহার পূর্ব্বশ্রী লুপ্ত হইয়াছে, অনেক প্রাসাদ-দুর্গাদি—যাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, তাহার কোন কোনটির ছবি আজ শুধু ঐ সকল চিত্র-শিল্পীর কল্যাণেই এখনও আমাদের দেখিবার সুযোগ হইতেছে। ইতিহাস-লেখক তাঁহার লেখনীমুখে দেশের প্রাচীন কাহিনী, বীরকীর্ত্তি, রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া যেমন আমাদের পূর্ব্বগৌরব জাগাইয়া রাখিবার সুযোগ দেন, চিত্রকরের কাজও সে হিসাবে কম নহে, বরং সুচিত্রকর তাঁহার তুলিকাস্পর্শে বর্ণ-সম্পাতে যে ছবি রাখিয়া যান, অনেক ক্ষেত্রে সপ্তপৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণেও ঐতিহাসিক তাঁহার পাঠকের মনে বাস্তবের তেমন ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। তেমন চিত্রকর দেশীয় হউন আর বিদেশীয় হউন, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এমনই কতিপয় বৈদেশিক চিত্রকর—যাঁহারা এ দেশে কার্য্য-ব্যপদেশে

বা দেশ-ভ্রমণোদ্দেশে আসিয়া তাঁহাদের অতুল্য অমূল্য শিল্পকার্য্য দ্বারা এ দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিদর্শন চির-জাগরূক রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র-প্রতিলিপিসহ অতি সংক্ষিপ্ত কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈদেশিক খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আগমন করেন, তাঁহার নাম টিলি কেটল্ (Tilly Kettle)। তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মাত্র চারি বৎসর ভারতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এই অল্পসময়ের মধ্যেই প্রচুর ধনসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনুষ্যপ্রতিকৃতি অঙ্কনেই তিনি অধিক সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। স্যর এলাইজা ইম্পের একখানি চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য চিত্রের মধ্যে "মোগল বাদশাহ কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য পরিদর্শন" নামক একখানি ঐতিহাসিক চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চিত্রখানি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কেটল্ স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের পর ১০ বৎসরের মধ্যে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং পুনরায় বাঙ্গালায় আসিবার মনস্থ করিয়া পথিমধ্যেই প্রাণ হারান। এই বিখ্যাত শিল্পীর কোন চিত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। (১)

ভারতাগত পাশ্চাত্য চিত্রকরদের মধ্যে হজের (William Hodges) নাম বিশেষ খ্যাত। তিনি প্রথম কিছুকাল ড্রার্ব্বিতে নাট্যশালার পট অঙ্কনের কাজে নিযুক্ত থাকার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুকের দ্বিতীয় অভিযানে ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে (২) ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চেষ্টায় তিনি ভারতে আগমন করেন। তখন

(১) The Good Old Days of Honourable John Company Vol. II.

(২) Bengal Past and Present Vol. IV এর ২৬১ পৃষ্ঠায় ১৭৭৮ এবং Carey's Good Old Days Vol II তে ১৭৭৭-৭৮ লেখা আছে।



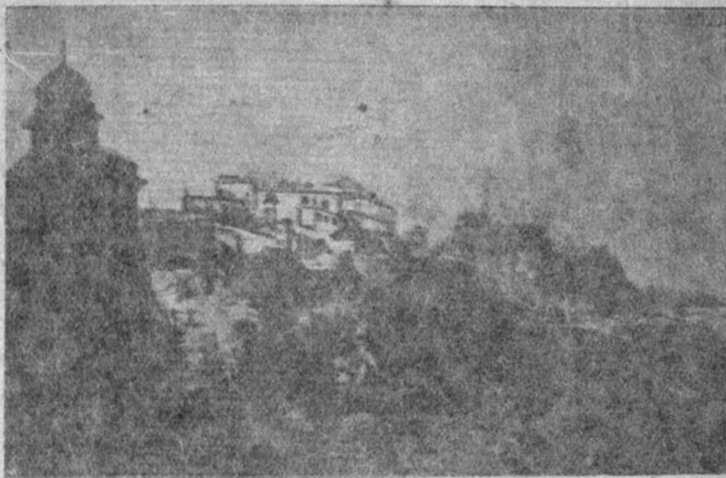
স্যর এলাইজা ইম্পে শিল্পী—কেট্‌ল্

তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। তিনি প্রথম মাদ্রাজে অবতরণ করিয়া পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় পৌঁছেন। এখানে অল্পকাল থাকিয়া হেষ্টিংসের অভিপ্রায় অনুসারে স্থলপথে মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাইয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জলপথে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি হেষ্টিংসের সহযাত্রী হন এবং কলিকাতায় ফিরিতে ভাগলপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ছিলেন। সেই সময় ক্লেভল্যাণ্ড (Augustus Cleveland) ভাগলপুরে কলেক্টর ছিলেন। তিনি হজের একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তিনি এই জিলার অনেক ছবি আঁকিয়াছিলেন। ক্লেভল্যাণ্ড নিজের জন্য তদঙ্কিত বহু ভারতীয় দৃশ্যাবলী খরিদ করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে হজের অঙ্কিত তাঁহার যে সমস্ত (২১খানি) চিত্র ছিল, তাহা সাধারণ নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর তিনি পুনরায় পর বৎসর জানুয়ারী মাসে গভর্ণর জেনারেলের আদেশে উত্তর-ভারতের দৃশ্যাবলী অঙ্কনের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হন। এই সময় তিনি শিবিকাযোগে এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্নৌ, ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়র ভ্রমণ করিয়া বিস্তর চিত্র ও পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। হেষ্টিংস ও ক্লেভল্যাণ্ডের কৃপায় তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া ইংরাজী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। তথায় তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তিনি R. A. উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি Travels in India, A Comparative View of the Ancient Monuments in India নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (৩)

জোহান জোফানি (Johan Zoffany) নামে আর একজন বিশেষ

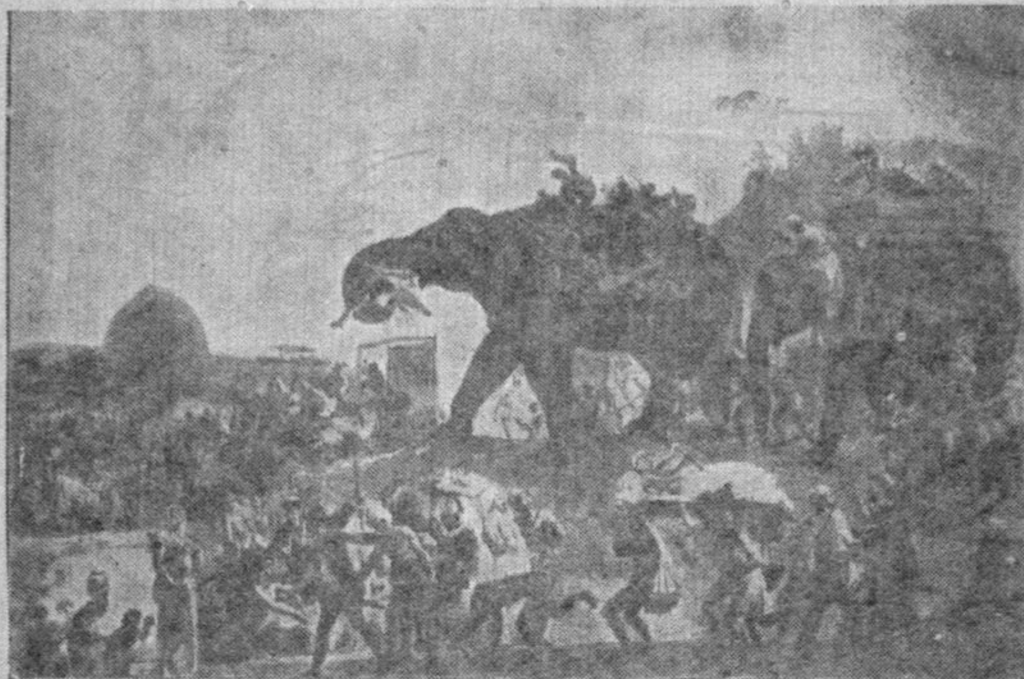
(৩) European Painter in the days of John Company—The Illustrated Pioneer Mail Vol. III, No. 6



দুর্গ হইতে কলিকাতার দৃশ্য শিল্পী—হজ

খ্যাতিসম্পন্ন জার্ম্মাণ চিত্র-শিল্পী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন রয়েল একাডেমি খোলা হয়, তখন তিনি তাহার একজন সভ্য মনোনীত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৩৬ জন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যের প্রতিমূর্ত্তিসহ The Life School of the Royal Academy নামে একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। এই চিত্র শেষে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ খরিদ করিয়াছিলেন। উহা এক্ষণে বাকিংহাম-নামক রাজপ্রাসাদে রাজকীয় চিত্রসংগ্রহের মধ্যে রক্ষিত আছে।

জোহান জোফানি কলিকাতায় আগমনের পর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। তথায় ৩।৪ বৎসর থাকিয়া আগরা হইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে থাকেন। তাঁহার লক্ষ্ণৌ অবস্থিতিকালেই তিনি



অযোধ্যার উজীর কর্ত্তৃক লর্ড কর্ণওয়ালিসের দরবারে প্রেরিত হাইদার বেগের দৌত্য শিল্পী—জোফানি

লক্ষ্ণৌএ মোরগের লড়াই-সংক্রান্ত একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। ইহার মধ্যে নবাব আসফদ্দৌলা, জেনারেল ক্লড্ মার্টিন্, এডওয়ার্ড্ হুইলার্, কাপ্তেন্ মরডণ্ট প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি জন তথাকার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ দেশীয় ও বিদেশীয়ের প্রতিকৃতি আছে। মূল চিত্রখানি খুব সম্ভব এখনও লক্ষ্ণৌএ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চিত্র তিনি যাহা ভারতবর্ষে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দরবারে হাইদার বেগ খাঁর দৌত্য। ইহার মধ্যে ১ শতেরও উপর প্রতিকৃতি আছে। তাঁহার অঙ্কিত কোন নৈসর্গিক চিত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুষ্যপ্রতিকৃতি ও ঘটনা বিশেষের চিত্রকর হিসাবে তাঁহার ন্যায় যশস্বী চিত্রকর এ দেশে আর কেহ আসেন নাই। তিনি স্যর এলাইজা ইম্পে, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ম্যাডাম গ্রাণ্ড, মাধোজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়াছিলেন। প্রথম ও তৃতীয়খানি যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টে ও শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত আছে। (৪)

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি অগাধ সম্পত্তি লইয়া বিলাত পৌছেন এবং তথায় ২০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কিউ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি তাঁহার শিল্প-সাধনা ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই সিদ্ধ হস্তের পরিচয় তথায় আর পাওয়া যায় নাই। (৫)

টমাস্ লং ক্রফ্‌ট (Thomas Long Croft) নামে আর একজন চিত্রকরের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি একজন নীলকর, পূর্ব্বোক্ত

(৪) শ্রীরামপুর কলেজে ম্যাডাম গ্রাণ্ডের যে ছবি আছে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়, সে ছবির চিত্রকর সম্বন্ধে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

(৫) The Good Old Days of Honourable John Company Vol. II.



১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে মোরগের লড়াই শিল্পী—জোফানি

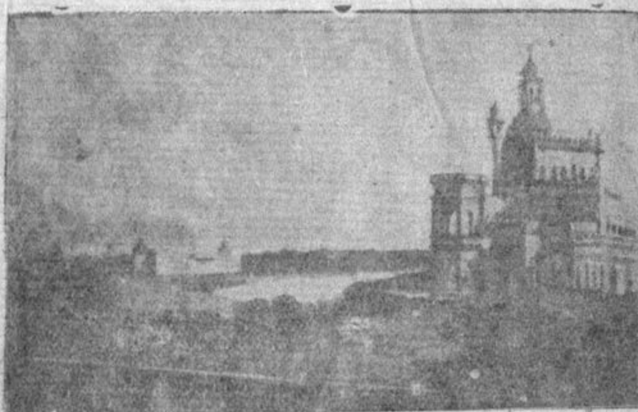
জোফানির সহিত একত্র ভারতে আসেন। তাঁহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ দেখিয়া জোফানি তাঁহাকে শিক্ষা দেন। পরে তিনি বেনারস, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল মধ্যে মধ্যে বিলাতে তাঁহার বন্ধুদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সময়ের স্থাপত্য ও বৃক্ষ লতাদির চিত্র অঙ্কিত করিয়া ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই দেশেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অঙ্কিত বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৭ শতখানি ছবি বিক্রীত হইয়াছিল। (৬)

জোফানির সমসাময়িক জর্জ্জ ফরিংটন্ (George Farinton) নামক আর একজন উৎকৃষ্ট চিত্র-শিল্পীর বিষয় জানা যায়। তিনি ম্যাকবেথের

(৬) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol V.

ছবি আঁকিয়া একাডেমি হইতে স্বুবর্ণপদক পাইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার দ্বারা চিত্রিত চিত্রের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি প্রায় ৫ বৎসর এখানে ছিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (৭)

হেন্‌রী সল্ট (Henry Salt) ভাইকাউণ্ট ভেলেন্‌সিয়ার ভারত এবং প্রতীচ্য ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গে এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কলিকাতায় পৌঁছেন এবং গভর্ণর জেনারেলের



লক্ষ্ণৌয়ের নূতন প্রাসাদ ও রুমি দরজা শিল্পী—সল্ট

অতিথিরূপে এখানে অবস্থিতি ও ভ্রমণ করেন। তিনি বাঙ্গালার বহু স্থানে এবং লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে ভ্রমণ করিয়া অনেক দৃশ্য অঙ্কিত ও পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। এই সকলের মধ্যে কতকগুলি ভ্যালেনসিয়ার Voyages and Travels গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সল্ট মাদ্রাজ, পণ্ডিচারী, ম্যাঙ্গালোর

(৭) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. II.

প্রভৃতি স্থানেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিশরের কন্‌সল্ জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (৮)



কাশীর দৃশ্য শিল্পী—সল্ট

ডেভিস্ নামে দুইজন আলেখ্যকারের কথা জানা যায়। প্রথম আর্থার ডেভিস (Arthur William Davis), তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ড্রাফটস্‌ম্যানের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইংরাজী ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নব-নির্ম্মিত সেণ্টজন্ গীর্জ্জার সৌষ্ঠব-সাধনে নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুকাল তিনি শান্তিপুরে থাকিয়া বাঙ্গালার ব্যবসাদি বিষয়ক চিত্রাদি অঙ্কিত করেন। তিনি টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধবিষয়ক কয়েকখানি চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা চিত্রিত প্রতিকৃতির

(৮) European Painter in the days of John Company—The Illustrated Pioneer Mail, Vol. III, No. 10

মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের একখানি পূর্ণ আকারের প্রতিকৃতির কথা জানা যায়। তিনি এখানে থাকিতে ৩০খানিরও অধিক ভারতীয় বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় ২০খানি ভারতীয় ব্যবসা ও কারখানাদির এবং অবশিষ্ট কয়খানি ফকির, ঋষি, রমণী এবং দুই-তিনখানি ঐতিহাসিক চিত্র।

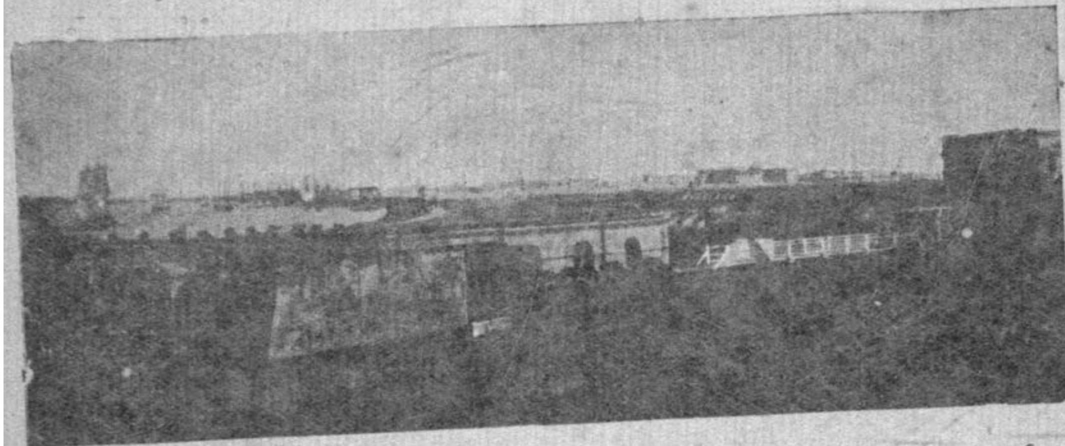
ডেভিস্ এখান হইতে চীনদেশে গমন করেন এবং তথা হইতে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া তৎপরে বিলাত গমন করেন। তিনি তথায় ফিরিয়া "বারিংটন্ ষড়যন্ত্র", "ম্যাগ্নাচার্টা স্বাক্ষর" প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন দ্বারা বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। (৯)

দ্বিতীয় স্যামুয়েল্ ডেভিস্ও (Samuel Davis) একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। তিনি একজন এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মচারিরূপে বাঙ্গালায় আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি কতকগুলি ভাল ভাল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন, তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে কোম্পানীর ডিরেক্টর হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অপরাপর চিত্রের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম হইতে কলিকাতার দৃশ্য একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র। (১০)

টমাস্ বেকন্ (Lieut Thomas Bacon) বেঙ্গল আর্টিলারির রেজিমেন্টের সময় শিক্ষার্থিরূপে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি প্রথম দমদমায়, তৎপরে মিরাটে প্রেরিত হন এবং কার্য্যস্থলে তাঁহার ভারতের বহু স্থান দর্শনের সুযোগ পান। তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন-

(৯) Carey's Good Old Days Vol. II

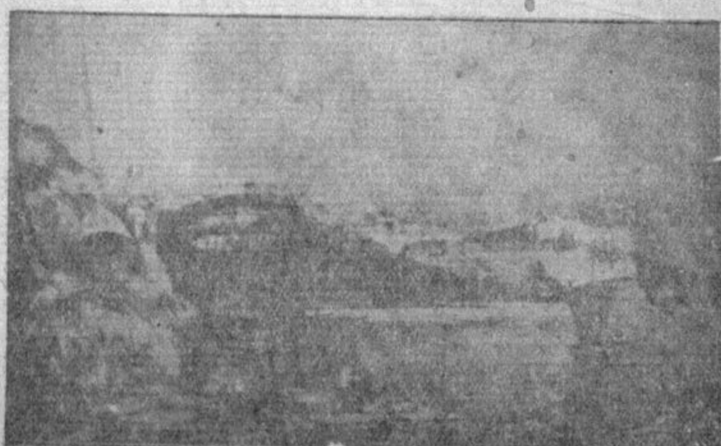
(১০) Some more Prints of Calcutta—Bengal Past and Present, Vol. V.



কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মের দৃশ্য—১৮০৭ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—স্যামুয়েল ডেভিস্



ভাগীরথীতীরে রাজমহলের নিকট সঙ্গি দালান শিল্পী—বেকন্



মথুরা শিল্পী—বেকন্

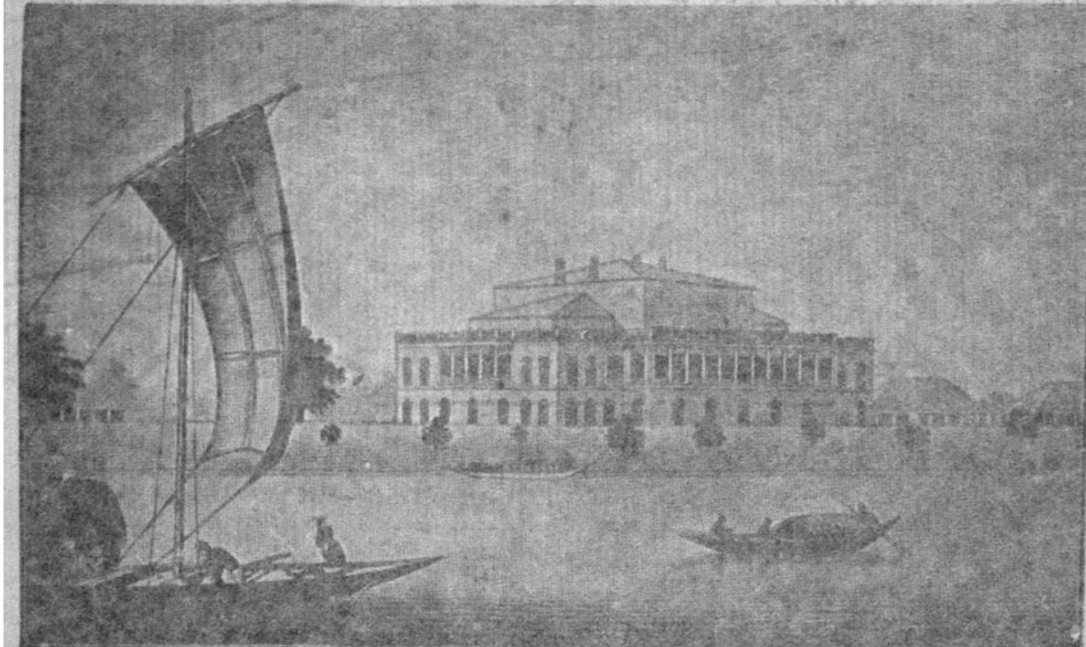


বৃন্দাবন শিল্পী—বেকন্

কালে যমুনাবক্ষে আসিতে আসিতে বহু পুরাতন নগর দর্শন করেন এবং তাহার অনেকগুলির চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। এই সকল চিত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি ৫ বৎসরের পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং তথায় তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত বহু চিত্র শোভিত করিয়া "First Impression and Studies from Nature in Hindostan" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। (১১)

মোফাত্ (James Moffat) নামে একজন চিত্র-শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু স্থানের ও ভারতের অনেক স্থানের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অঙ্কিত চিত্র-প্রতিলিপি কোথাও কোথাও দেখা যাইলেও, দুঃখের বিষয়, এই চিত্রকলাবিদ্‌দের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। Some more

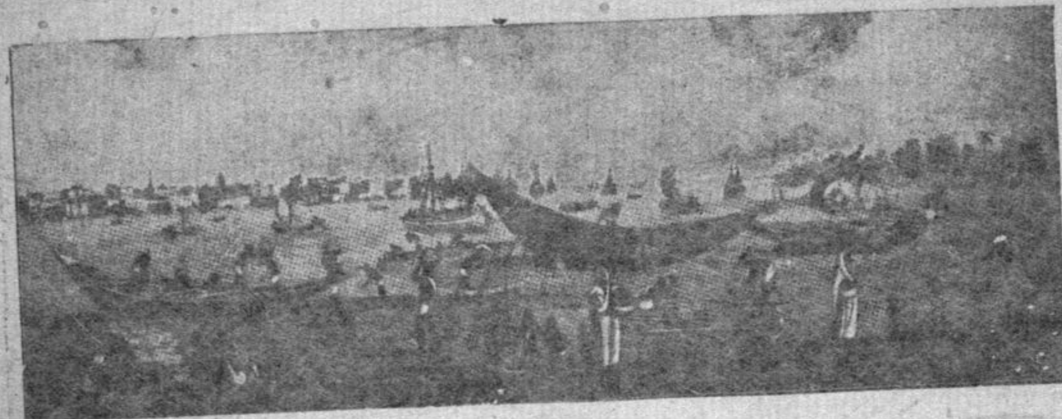
(১১) The Illustrated Pioneer Mail, 24th Feb. 1923.



বারাকপুর হাউস

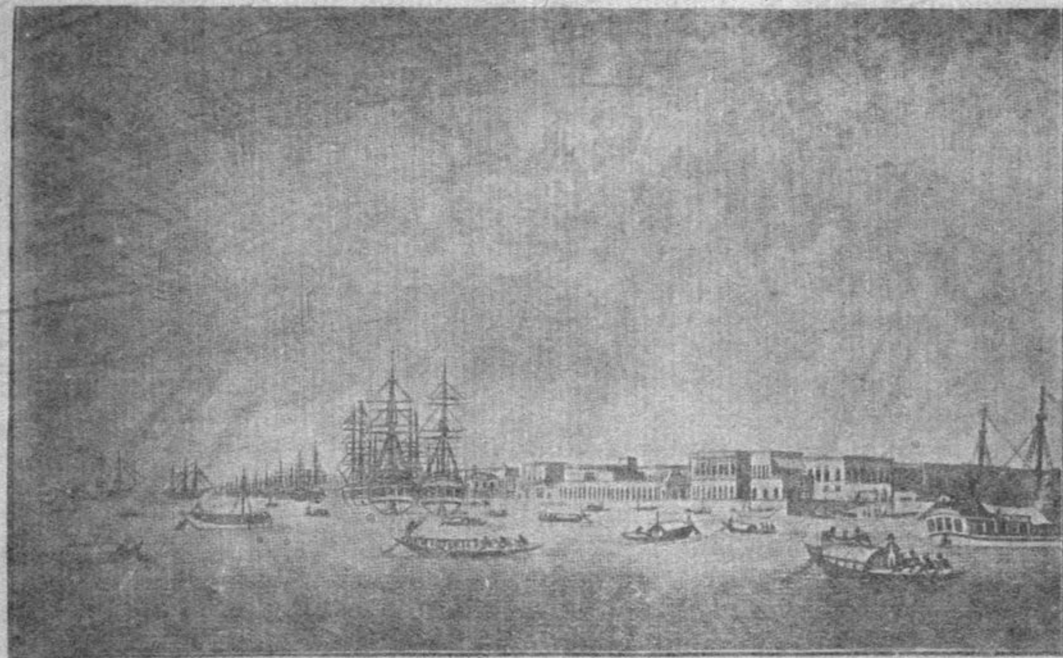
শিল্পী—মোফাত,

২৬৭



হাওড়া হইতে কলিকাতার দৃশ্য

শিল্পী—মোফাত্‌



কলিকাতার পশ্চিম দিকের দৃশ্য—১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ শিল্পী—মোফাত্

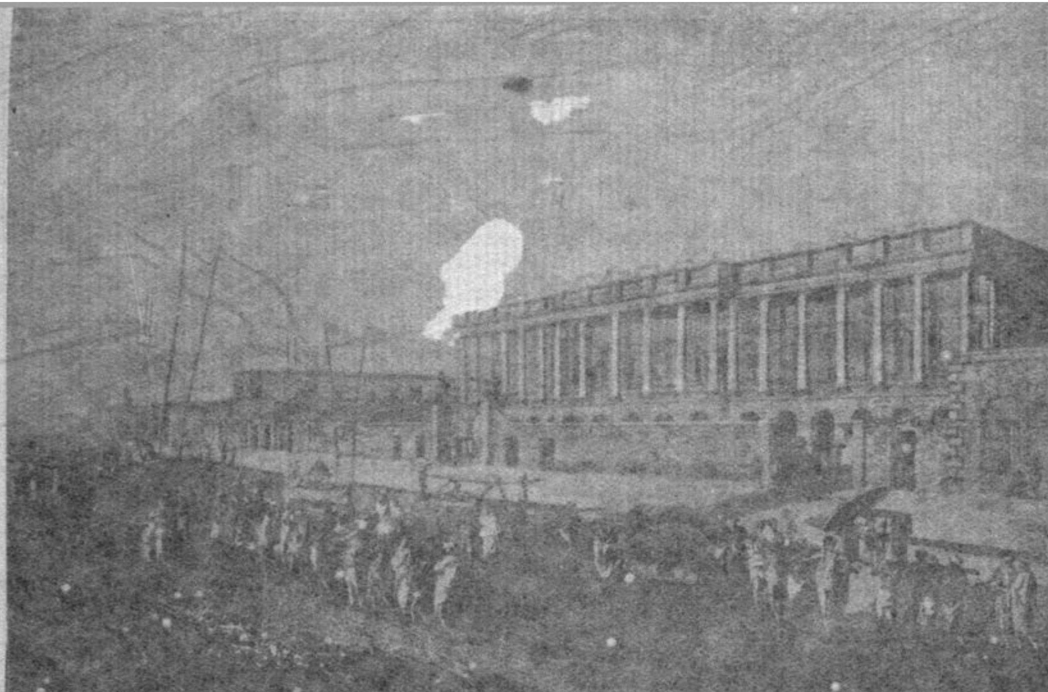
prints of old Calcutta-র লেখক মহাশয় অনুমান করেন, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতেন। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে অঙ্কিত জল রংয়ে লাটপ্রাসাদের ছবি এবং সেণ্ট জন্ গির্জ্জার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে অঙ্কিত উক্ত গির্জ্জার একখানি ছবি আছে। (১২)

একে একে কতিপয় প্রাচীন পাশ্চাত্য চিত্রকরের কথা বলা হইল, কিন্তু ড্যানিয়েল্-বংশের যে চিত্রকরত্রয় এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা ভিন্ন এ প্রবন্ধ শেষ করা যায় না। সত্য বলিতে হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইঁহাদের নিকট বর্ত্তমান ভারত অনেক অংশে ঋণী। তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রচারার্থ এখানকার রীতিনীতি ও দৃশ্যাদি বহুলরূপে অঙ্কিত করিয়া অনেক প্রাচীন বিষয় তাঁহাদের চিত্রের মারফতে আজিও আমাদের দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

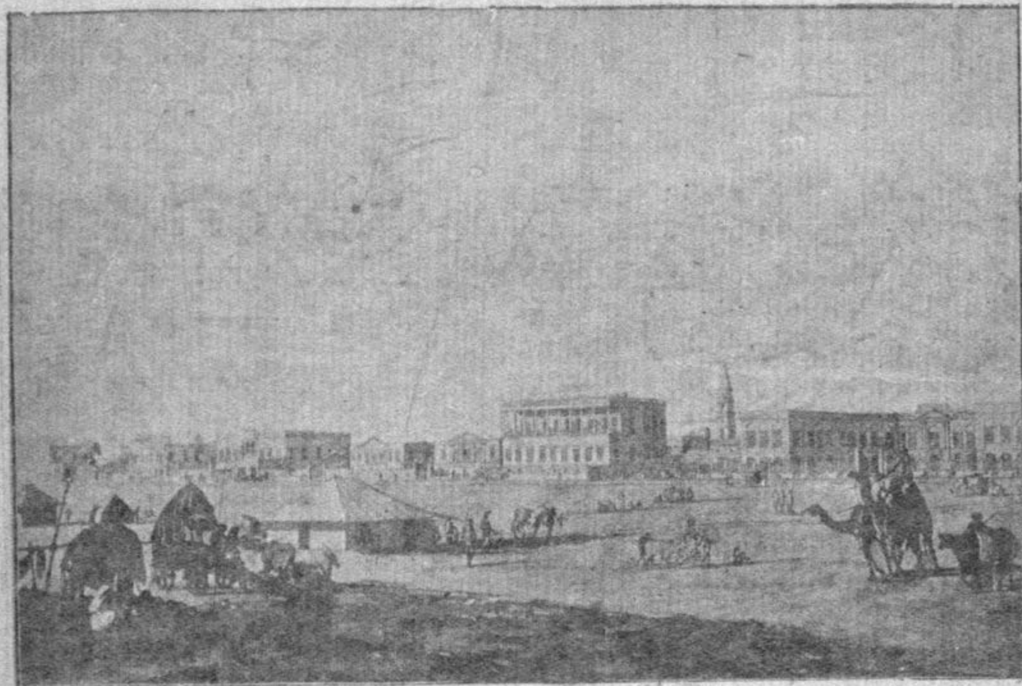
জ্যেষ্ঠ টমাস্ ড্যানিয়েল (Thomas Daniell) তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়মকে সঙ্গে লইয়া প্রথম এ দেশে আসেন। ইংরাজী ১৭৮৪ হইতে ৯৪ পর্য্যন্ত দশ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ভারতের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানের চিত্র গ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে এই সকল স্থানের ছবি অন্য কেহ অঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ইঁহারা চীন ও পূর্ব্বদেশীয় দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করেন।

ইঁহাদের দ্বারাই ছয় খণ্ডে সমাপ্ত ১৪৪ খানি চিত্রসম্বলিত "Oriental Scenery" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিলাত প্রত্যাগমনের পর ইঁহারা অশেষ পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। "Oriental annual" নামক গ্রন্থ উইলিয়ম দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১২) Bengal Past and Present Vol. V.

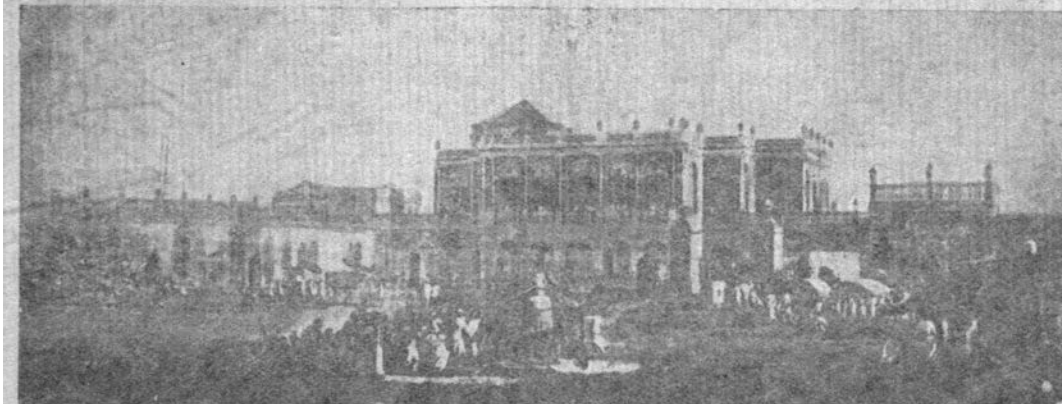


সুপ্রীম কোর্ট—কলিকাতা, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ   শিল্পী—ড্যানিয়েল্

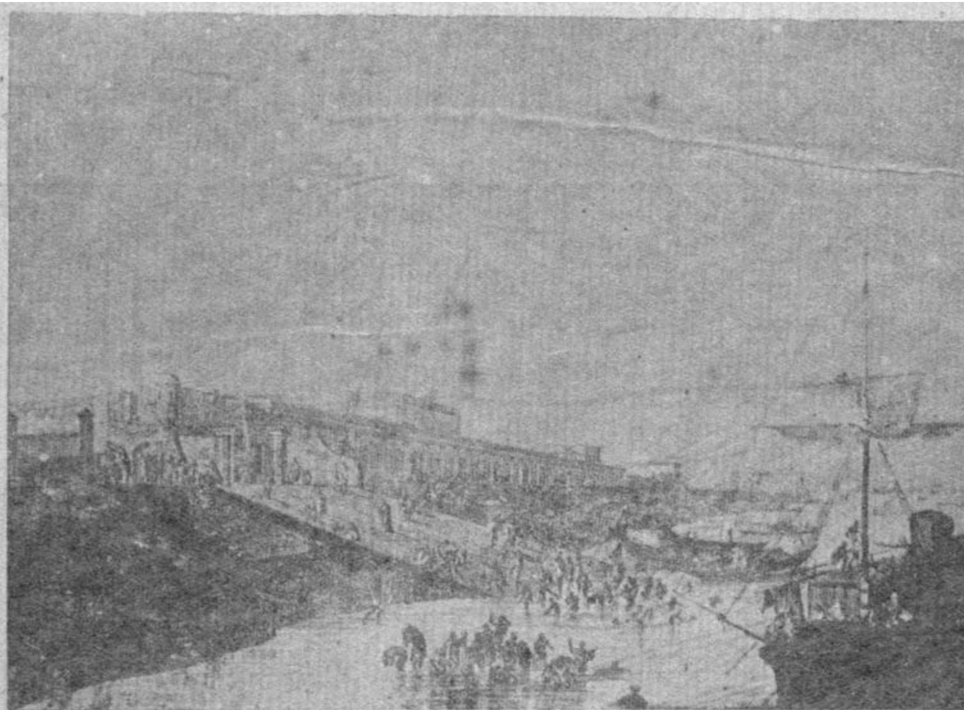


এসপ্লানেড্ রো—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ

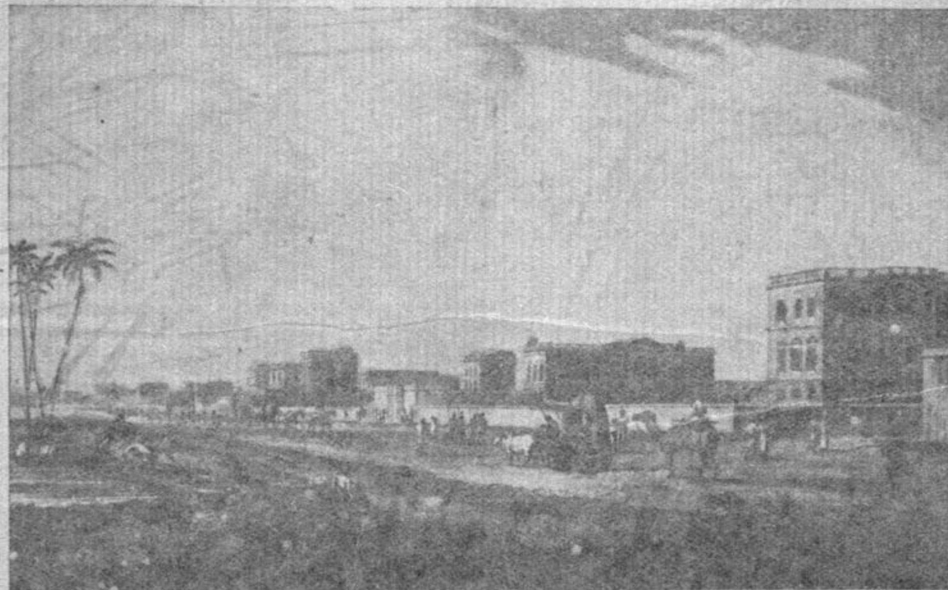
শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়েল্



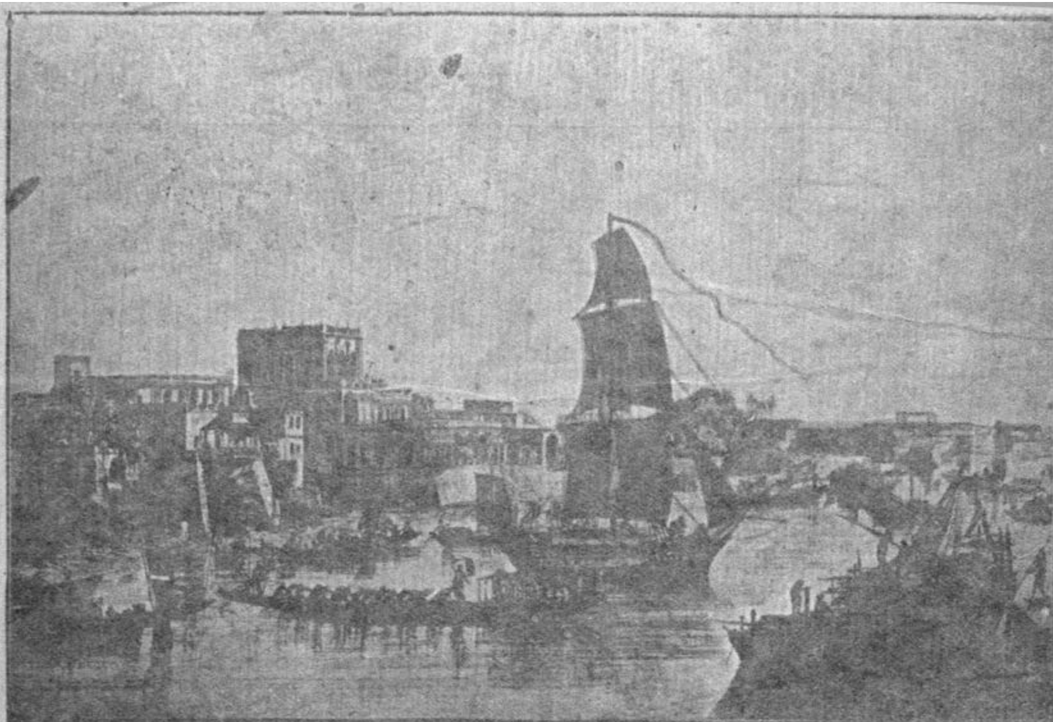
পুরাতন লাটভবন—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ   শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়েল্



পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ   শিল্পী—ড্যানিয়েল্



চৌরঙ্গীর একাংশ—১৮১২ খৃষ্টাব্দ   শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়েল্



হুগলী নদী হইতে কলিকাতা—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—টমাস্ ও উইলিয়ম্ ড্যানিয়েল্

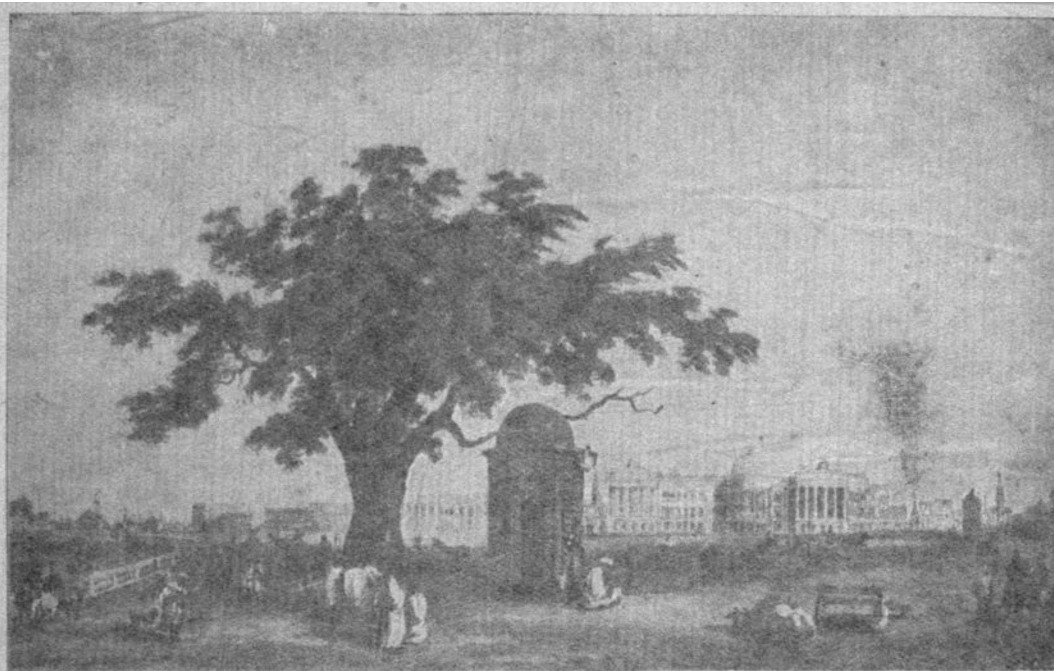
কোন কোন প্রাচীন মুদ্রিত চিত্রের তলে সামুয়েল্ ড্যানিয়েল্ (Samuel Daniell) নামে যে শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, তিনি উক্ত উইলিয়মের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে আসিয়া ভুটান প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পরে "Views of Bhootan" নামে তদীয় চিত্রসম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লঙ্কাদ্বীপে ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১৩)



কলিকাতা চাঁদপাল ঘাট — শিল্পী—ডানিয়েল্

ডেওলি (Sir Charles D'aoyly) নামেও একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী ভারতে আসিয়া কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বহু উৎকৃষ্ট ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল চিত্র তাঁহার মৃত্যুর পর "Views in Calcutta and its environs" নাম দিয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

(১৩) Good Old Days of Honourable John Company Vol II.



ওল্ড্ কোর্ট হইতে কলিকাতার দৃশ্য	শিল্পী—ডিওলি

হইয়াছিল। ডেওলি ভাগলপুরে একটি লিথো ছাপা প্রেস স্থাপিত করিয়া তথা হইতে তাঁহার বহু চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশপ হিবার তাঁহার গ্রন্থে (১৪) এই চিত্রকরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। (১৫)

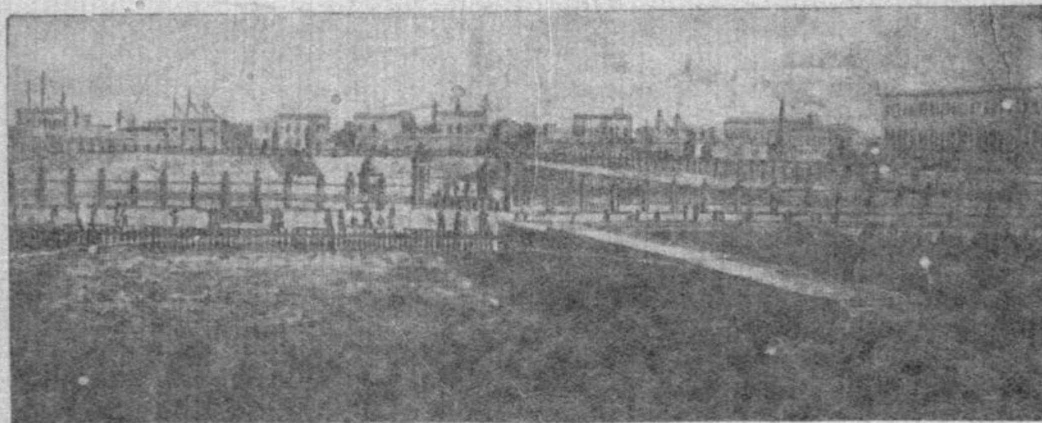
বেলি (William Baillie) ও বেলি ফ্রেজার (Jas. Baillie Fraser) নামে দুইজন চিত্রকলাবিদের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা উভয়েই কলিকাতার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান ও অট্টালিকাদির ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কি সূত্রে ইঁহারা এ দেশে আসেন, তাহা জানা যায় না। প্রথমোক্ত শিল্পী গৌড় এবং রাজমহলের ৮ খানি ছবি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩নং চিৎপুর রোড সে সময় তাঁহার ঠিকানা ছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়াও প্রকাশ আছে।

শেষোক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি একজন বড় পরিব্রাজক ও লেখক ছিলেন এবং অবৈতনিক ভাবে চিত্রাঙ্কন করিতেন। তিনি হিমালয় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং "Twenty Views of the Himalaya mountains" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থে তথাকার অঙ্কিত চিত্রসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হিমালয় ভ্রমণের পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এই চিত্রকরদের অঙ্কিত প্রাচীন কলিকাতার চিত্রগুলি হইতে তখনকার রাজধানীর সৌধ-সৌষ্ঠবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। (১৬)

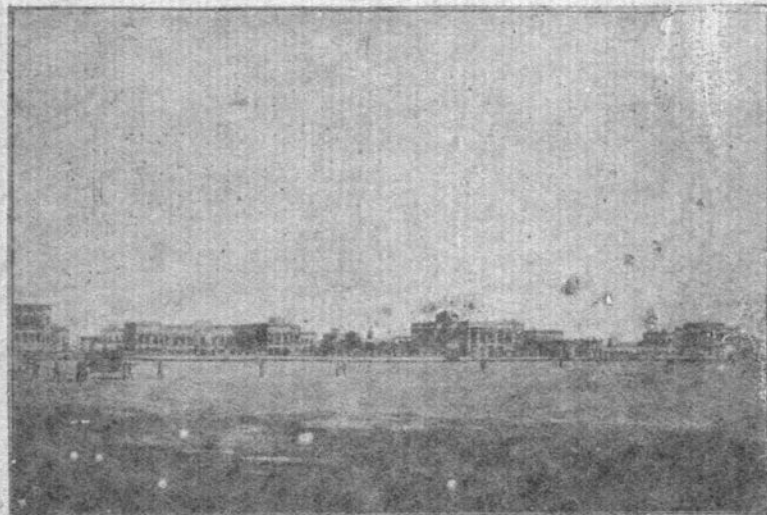
(১৪) Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India.

(১৫) Bengal Past and Present, Vol. V.

(১৬) Some more Prints of Calcutta—Bengal Past and Present, Vol. V.

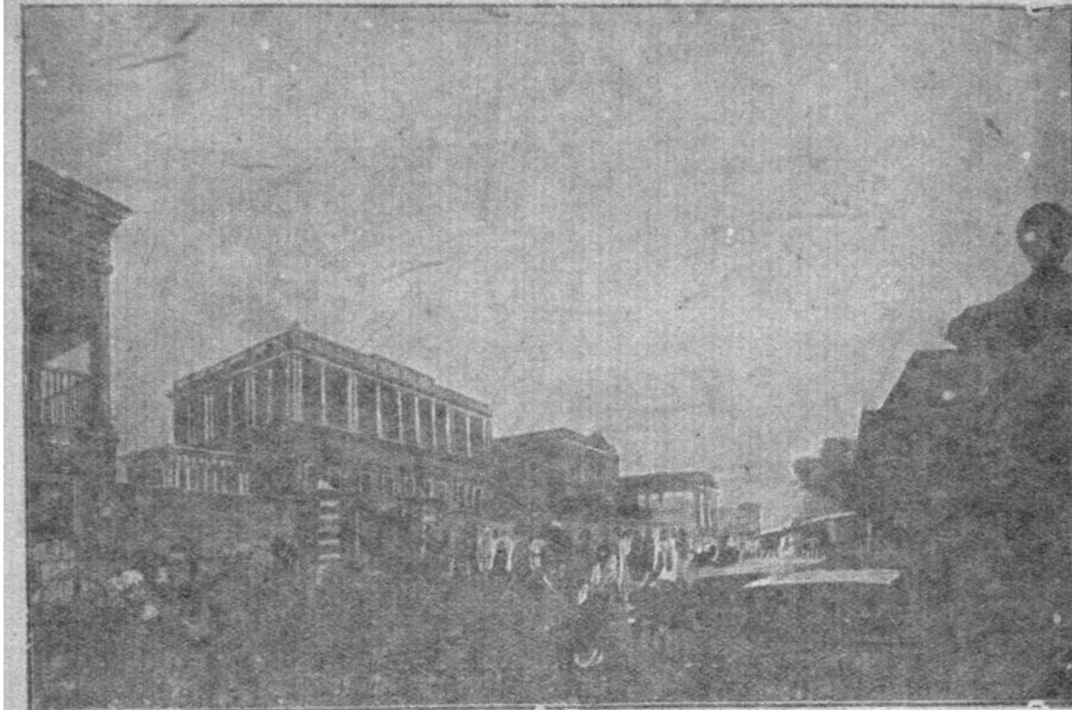


পূর্ব্বদিক হইতে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দৃশ্য—১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ শিল্পী—বেলি



কাউন্সিল হাউস্ ও লাটভবনের দক্ষিণ দিকের দৃশ্য　　　শিল্পী—বেলি

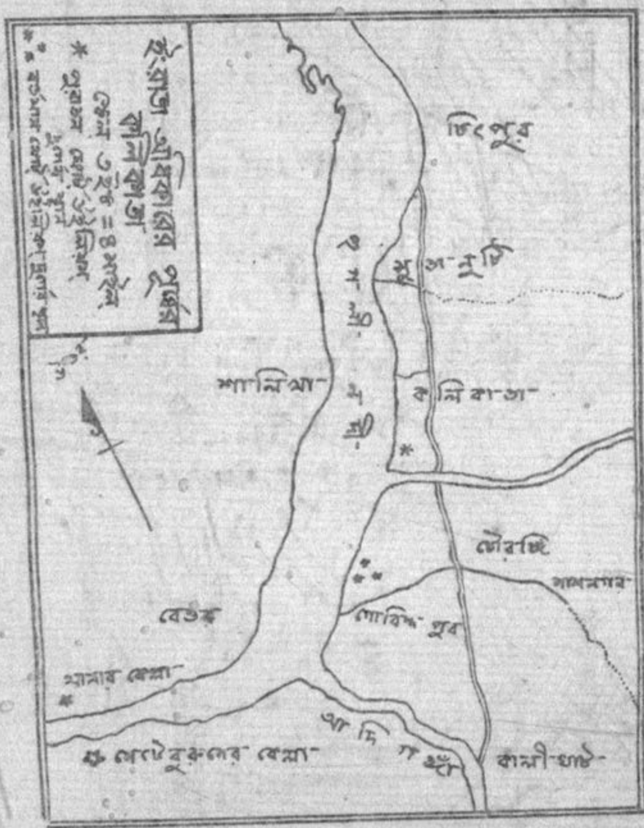
২৮৩



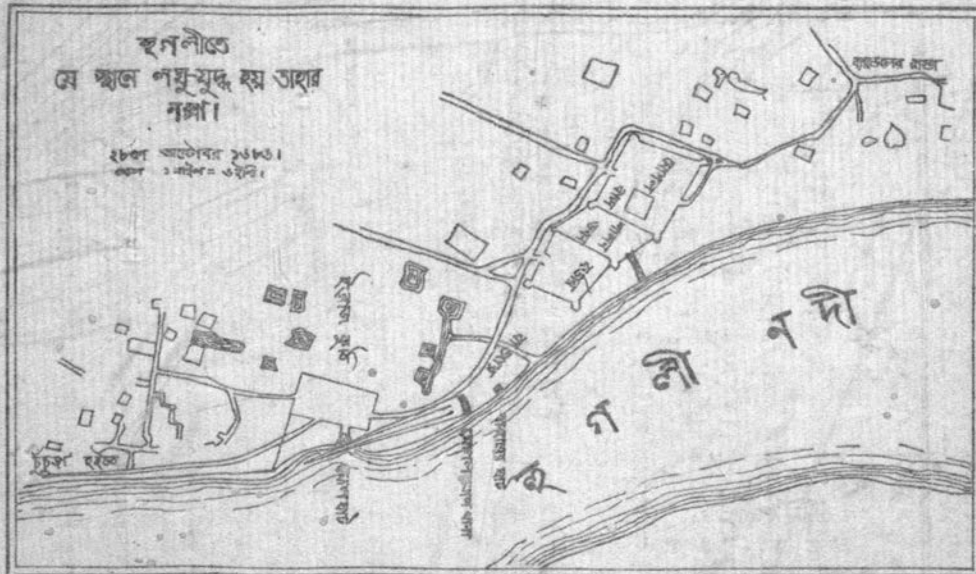
জন্ পামারের বাটীর বিপরীত পার্শ্ব, লালবাজার, কলিকাতা	শিল্পী—ফ্রেজার

উক্ত কয়জন যশস্বী চিত্র-শিল্পী ভিন্ন হোম্ (Robert Home), চিনেরি (George Chinnery), হিকি (Hickey), হাম্‌ফ্রে (Ozias Humphery), স্মার্ট্ (John Smart), চার্লস্ স্মিথ্ (Charles Smith), ওয়েল্‌স্ (James Wales), এল্‌ফাউণ্ডার (John Alefounder), সোয়েন্ ওয়ার্ড্ (Francis Swain Ward), ওয়েষ্টাল্ (William Westal), জন্ হাগিন্‌স (William John Huggins), বিচে (George Beechey), কার্টার (Carter), ডিন্ (Dean), হাউইট্ (Samuel Howit) প্রভৃতি আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই প্রতিভাবান্ চিত্রকর, প্রায় সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে আসিয়াছিলেন। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় ইঁহাদের বিষয় স্বতন্ত্র ও বিস্তৃতভাবে বলিতে বিরত রহিলাম, নচেৎ ইঁহাদের দ্বারা অঙ্কিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, যুদ্ধাদি-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বহু নগর ও অট্টালিকাদির চিত্র পূর্ব্বোক্ত শিল্পীদের কৃত চিত্রাদির তুলনায় কম মূল্যবান নহে। (১৭)

(১৭) Carey's Good Old Days, Vol. II. গ্রন্থে ইঁহাদের বিষয় লেখা আছে।



'কলিকাতার সম্পদ' প্রবন্ধের সহিত এই চিত্রটি বসিবে



'গঙ্গার পশ্চিম দিক' প্রবন্ধের সহিত এই চিত্রটি বসিবে

২৮৮

ভারতের বস্ত্র-শিল্প ও ব্যবসায়

কিরূপ ছিল

মাহেঞ্জদাড়োতে যে প্রাচীন নগরীর আবিষ্কার হইয়াছে তথায় সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কতকগুলি টুকরা পাওয়া গিয়াছে। উহা এখন হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের সহর।

*

মিশরে যে ফারোয়া সম্রাটের মমি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় মসলিনের খণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

*

ইজিপ্টের কবরে খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের যে সমস্ত মমি পাওয়া গিয়াছে তাদের গায়ে সূক্ষ্ম মসলিন আচ্ছাদিত ছিল।

*

রোমে ভারতীয় বস্ত্রের প্রচুর কাটতি ছিল।

*

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ খৃঃ জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতের বৃক্ষজাত একপ্রকার ফলের সুন্দর শুভ্র আঁস হইতে প্রস্তুত ভারতবাসীদের ব্যবহারের কাপড় পাওয়া যাইত।

*

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনী আরব এবং ইজিপ্ট হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী করা হইত তাহার তালিকা মধ্যে বাঙ্গলার মসলিনের উল্লেখ করিয়াছেন।

*

ঢাকার মসলিন গ্রীকদের নিকট গ্যানজেটিকা নামে পরিচিত ছিল।

*

খৃঃপূর্ব্ব তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইহুদীরা যে সব বস্ত্র ব্যবহার করিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত।

*

ব্যাবিলনি দেশবাসীরা ও গ্রীকগণ সিন্ধু প্রদেশকে তুলার জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে।

*

Travels of Marcopolo গ্রন্থ হইতে জানা যায় ভারত তাহার ৩৩ কোটী অধিবাসীর কাপড় যোগাইয়াও কেপ্ অব্ গুড্হোপ্ হইতে কোরিয়া অবধি এবং স্থলপথে পারস্য প্যালেষ্টাইন্ আরব মিশর গ্রীস ও রোমকে সুন্দর সুন্দর কাপড় যোগাইয়াছে।

*

জেমস্ টেলার সাহেব বলিয়াছেন পূর্ব্বে ঢাকা জেলায় সকল অবস্থার এবং সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুতাকাটা প্রচলিত ছিল। তিনি বলিয়াছেন ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের বয়স পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরাই সব চেয়ে ভাল সুতা কাটিতে পারিত। এক টাকা ওজনের তুলায় চারি মাইল বা ততোধিক দীর্ঘ সুতাও সে সময় প্রস্তুত হইত।

*

মসলিনের শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের জন্য যে-সব উপায় ব্যবহৃত হইত, তাহার ভিতর দিয়াও ইহার অপরিসীম শিল্প-মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিমাপের একটি উপায় ছিল—হাতের আংটির ভিতর দিয়া ২০ গজ পরিমাণ দৈর্ঘ্যের একখণ্ড মসলিনকে এধার হইতে ওধারে বাহির করিয়া

লওয়া। আর একটি উপায় ছিল ওজন। ১৫ গজ দীর্ঘ ও এক গজ বহরের ভাল একখণ্ড মসলিনের ওজন ছিল চারি তোলা মাত্র। ১৭শ শতাব্দীতে পারস্যের একজন রাজদূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার সময় ৩০ গজ লম্বা মসলিনের একটি শিরোভূষণ লইয়া গিয়াছিলেন। এই শিরোভূষণটি তিনি তাঁহার মনিবকে নারিকেলের খোলের ভিতর ভরিয়া উপহার দেন।

*

ডাক্তার উর নামক এক ব্যক্তি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন, ইউরোপীয় শিক্ষা ও নিপুণতা কখন ঢাকার সূতাকাটা ও মসলিনের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।

*

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত বেনস্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসী চিরকাল তূলাজাত সূতা প্রস্তুতে অসাধারণ নিপুণতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। কোন কোন জাতীয় মসলিন মানুষের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয় না। কোন পরী বা কীট দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলকজার নিপুণতম কারিগরের শিল্প-নৈপুণ্যও তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

*

কোন পরিব্রাজক বলিয়া গিয়াছেন কতকগুলি ভারতীয় বস্ত্র এতই সূক্ষ্ম যে তাহা অনুভব করাও কঠিন হয় এবং তাহার সূতা চোখেও ধরা পড়ে না। যখন মানুষ ইহা পরিধান করে, তখন দেহের ত্বক স্পষ্টভাবে দেখা যায়—মনে হয় যেন নগ্নদেহেই আছে। কথিত আছে বস্ত্রের দ্বারা দেহ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন না করার জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেব নাকি তাহার কন্যাকে একবার

তিরস্কার করিয়াছিলেন। সম্রাট-জাদীর দেহে তখন সাতটি জামার আচ্ছাদন ছিল।

*

মার্কোপোলো বলিয়াছেন মসলিপত্তনে যেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, পৃথিবীর আর কোন অংশে সেরূপ হয় না।

*

বিদেশীরা ঢাকার মসলিনকে নানা নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহার একটি নাম 'সাবনাম' অর্থাৎ শিশির বিন্দু। মাটীতে বিস্তৃত মসলিনের উপর শিশির পড়িলে মসলিনের অস্তিত্ব আর অনুভূত হইত না। আর একটি নাম 'অবারেয়া' অর্থাৎ জল-প্রবাহ। জলে ভিজিলে মসলিনের সূতাকে আর নাকি চোখে দেখা যাইত না, তাহাকে জল-স্রোতের মতই দেখাইত। আর একটি নাম ছিল 'তানজেব' অর্থাৎ দেহের অলঙ্কার। কেহ কেহ 'Textile breeze' (বাতাসের বস্ত্র), 'Web of woven air' (বাতাসের বোনা জাল) এবং 'Cobweb' (সূতাতন্ত) বলিত।

*

Pitt's despatch হইতে জানা যায় ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ বাংলার সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন তাহারা এদেশে বিক্রীর জন্য আনিত পশম ও সিল্কের জিনিষ, আর লইয়া যাইত কোটী কোটী টাকার খদ্দর।

*

বিলাতে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হয় ১৬৬৫ অব্দে ৮২ লক্ষ, ১৬৮০তে ১২০ লক্ষ, ১৬৯০তে ১৮৫ লক্ষ এবং ১৭০০তে ২৪২ লক্ষ টাকার।

*

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দর হইতে আড়াই কোটী টাকার কাপড় চালান হইয়াছিল।

*

ভারতীয় বস্ত্র বিলাতে বিক্রয় হয় ১৭৯৩—১৭৯৭৩৪৫. ১৭৯৮—৩২৪৫৭৪৫, ১৮০৫—৯৭৮৩১৭, ও ১৮১০—১৮১২৭১ পাউণ্ড মূল্যের।

কি প্রকারে নষ্ট হইয়াছে

স্তর জর্জ বাবডুড্‌ বলিয়াছেন ১৭০০ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রেল বিলাতে এক আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে ১৭০১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় শিল্প এবং ক্যালিকো বিলাতে আর কোনরূপে ব্যবহৃত হইবে না। নির্দ্ধারিত দিবসের পর সমস্ত দ্রব্য তথায় পৌছিলে গুদামজাত করা হইবে অথবা ফেরৎ পাঠান হইবে।

*

অধ্যাপক লেকি বলিয়াছেন উদার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংলণ্ডবাসী কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে ভারতীয় ক্যালিকোর দ্বারা প্রস্তুত কোন প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করা আইন-বিরুদ্ধ ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোন মহিলাকে ভারতজাত বস্ত্রে প্রস্তুত একখানি রুমাল ব্যবহার করার জন্য তিন হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল।

*

বার্ক বলিয়াছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা এদেশের শিল্পীদের হাতের আঙ্গুলগুলি এমন নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত বা বিদ্ধ করিয়া দিত, তাহাতে তাহা এমন বিকলত্ব প্রাপ্ত হইত যে হতভাগ্য নিরীহ তাঁতিরা আর ইহজীবনে ঐ হাত দ্বারা কোন কিছু ধরিয়া মুখে তুলিতেও সমর্থ হইত না।

*

১৭৯৬ নাগাইদ ১৮১১ খৃষ্টাব্দ অবধি সুরাটে ইংরাজের ব্যবসায়ের

তত্ত্বাবধারক মিঃ রিচার্ডসন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁতিদের প্রতি অত্যন্ত নৃশংস অত্যাচার করা হইত এবং তাহার ফলে অনেকেই তাহাদের জাত-ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

*

আইন দ্বারা বিলাতের বাজারে ভারতীয় মসলিন প্রচলন যেমন বন্ধ হইয়াছিল, তেমনই দাদন দ্বারা এখানকার কাপড়ের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াও এই শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল।

*

অসহায় তাঁতিদের উপর অত্যাচার করিয়া জবরদস্তিতে দাদন মুচলেখায় তাঁতিদের সহি করাইয়া লওয়া হইত। সর্ত্ত অনুসারে মাল দিতে না পারিলে অত্যন্ত নির্ম্মম অত্যাচার করা হইত। যার ফলে নগদা রেশমী সুতা কর্ত্তনকারীরা দাদনের সহি করা হইতে রেহাই পাইবার জন্য এমন কি আঙ্গুল পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিত।

*

তাঁতিরা তাহাদের উৎপন্ন মাল অপরকে বিক্রয় করিলে বা দালাল পাইকাররা তাহাতে সাহায্য করিলে কোম্পানির লোক কর্ত্তৃক ধৃত ও শৃঙ্খলিত করা হইত, চাবুক মারা হইত এবং অত্যন্ত হেয় উপায়ে তাহাদের জাতি নষ্ট করা হইত।

*

১৮৭৫ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত শুল্ক তুলিয়া দেওয়ায় তথা হইতে বিনাশুল্কে কাপড় ভারতের বাজারে আসিবার সুযোগ হইল।

*

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম বিলাতী সূতা আমদানী হয় এবং সেই সময় হইতে এদেশে বস্ত্র শিল্প দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

*

বিলাত হইতে ভারতে কার্পাস প্রস্তুত বস্ত্রাদির আমদানি হয় ১৮১৪ অব্দে ৮১৮২০৮, ১৮৩৫এ ৫১৭৭৭২৭৭, ১৮৭৫তে ৬১৬৪৩৬৭৫২ গজ।

*

বিলাত হইতে ভারতে ১৭৯৩—২৭৬, ১৭৯৮—৪৮৫২৫, ১৮১০—১১৮৪০৮ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় বিক্রয় হয়। †

---

† এই সঙ্কলনের সবই প্রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের 'ভারতে কাপড়ের ইতিকথা' ও 'দেশের ডাক' নামক পুস্তিকা এবং ১৯২৭এর ২রা জুলাই তারিখের 'দৈনিক বসুমতী' হইতে লওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী

হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সময়, নায়ক, Hindu Patriot, Indian Mirror, Indian Daily News, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশখানি সাময়িক পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত।

অভিশাপ (প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সামাজিক উপন্যাস) ... ১৲

প্রমাদ (প্রবন্ধ-পুস্তক) ... ... ॥০

অদ্ভুত গুপ্তলিপি

ও অদৃষ্টে গরল (ডিটেক্‌টিভ গল্প) ... ॥৵০

প্রতিভা (সামাজিক নাটক) ... ... ১।০

স্রোতের ঢেউ (চিন্তাকণা) ... ... ।০

ঘরের কথা (প্রবন্ধ পুস্তক) ... ... ॥০
